

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১২-১৩



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

‘বিদ্যুৎ’ উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে “সবার জন্য বিদ্যুৎ” এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ শুরু করি।

যৌক্তিক মূল্যে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা সকল শ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছে দেয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, পারমানবিক, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

‘পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১০’ অনুযায়ী ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট চাহিদা নির্ধারণ করে বর্তমান সরকার এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।


আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইতোমধ্যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। আমরা এককালীন সর্বোচ্চ ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি।

বর্তমানে ৬,৪১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। বিদ্যুৎ খাতে আরও ৪,০৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইশ্বরদীর রূপপুরে এর প্রাথমিক কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বেজ লোড চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সশ্রমী হওয়ার জন্য গ্রাহকদের প্রতিও অনুরোধ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইতোমধ্যে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহারে তাঁর সরকারের মেয়াদ কালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। গত ১২ জুলাই ২০১৩ তারিখে ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য কার্যক্রম হলো: অতি দ্রুততার সাথে রেন্টালভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন; আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প-প্ল্যান্ট স্থাপন; গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন; ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি; কয়লাভিত্তিক বৃহৎ ও শাস্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন; সোলার হোম সিস্টেম চালুকরণসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ; সাসটেইনেবল এ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) গঠন; পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি। এছাড়া বিশেষভাবে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সেচ মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ; বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান।

২০১২-১৩ সালে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমকে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন একটি উলে-খযোগ্য প্রকাশনা হয়ে থাকবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম



মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ সালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথা ‘ভিশন ২০২১’ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ শক্তি সবচেয়ে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে প্রণীত ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০’ অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় আগামী ২০১৮ সাল নাগাদ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে প্রায় ১১,৪৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি অসম্পূর্ণ করে বিল্ডিং কোড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকিকরণের জন্য Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) নামে একক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং লোড নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্বাচনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয়া হয়েছে। অন-লাইনের মাধ্যমে নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎখাতের মানব সম্পদ উন্নয়নেও নেয়া হয়েছে বিশেষ কার্যক্রম।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি এতে সংযোজিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, উৎসাহী গবেষক ও এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের কর্মক্ষেত্রে এ বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।


মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি



মনোয়ার ইসলাম
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখবন্ধ

‘বিদ্যুৎ’ বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। বর্তমান সরকার শুরু থেকেই বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে তাত্ক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। চলতি পরিকল্পনার আওতায় ২০১৩ সালে ১৮৫৪ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ১৯৭০ মেগাওয়াট, ২০১৫ সালে ২৯৩৪ মেগাওয়াট এবং ২০১৬ সালে ২১৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯৭৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে। এছাড়াও ২০০৯ এর জানুয়ারি হতে এ পর্যন্ত ৪৭৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৬,৩৫০ মেগাওয়াট (৪ আগস্ট ২০১২) বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তবে গত ১২ জুলাই ২০১৩ তারিখে সর্বোচ্চ ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৩৩১ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ১৩৯২ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে এবং বিদ্যমান ০৬টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৬৪৭ এমভিএ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর শেষে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১৬৭ সার্কিট কিলোমিটার এবং ১২১টি গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা হয়েছে প্রায় ১৯,৩১৭ এমভিএ। এ ছাড়া ১টি ৪০০ কেভি এইচ ভি ডি সি ব্যাক টু ব্যাক উপ কেন্দ্র নির্মাণ করে ভারত থেকে ৫০০ মে.ও. বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে। ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার নির্মাণ করে SCADA/EMS Software এর সাহায্যে ১১৪টি পাওয়ার স্টেশন ও গ্রীড সাবস্টেশন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ২,৬০,৩৬৯ কিলোমিটার থেকে ২৮,৪১৮ কি.মি. বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,৯৭,৬০৩ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মানবৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৩৪ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পল-১ বিদ্যুৎ এলাকায় ৫,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫,০০০ কি.মি. নতুন লাইন নির্মাণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে যার মাধ্যমে প্রায় ১৮ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০% সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের শেষে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২%। ২০০৮ সালের শেষে এ হার ছিল ৪৭%, অর্থাৎ সাড়ে ৪ বছরে ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৮.২% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.৩৬% হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অফ গ্রীড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। অফ গ্রীড এলাকায় স্থাপিত ২২ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম থেকে প্রায় ১০০ মেগাওয়াটসহ সর্বমোট ১১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সোলার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জরুরী ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং আগামী ২০১৬ সাল নাগাদ সরকার Liquefied Natural Gas (LNG) সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অন-লাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

মনোয়ার ইসলাম

সুচিপত্র

প্রথম অধ্যায়.....	১
১.১ বিদ্যুৎ বিভাগের ভিশন.....	২
১.২ বিদ্যুৎ বিভাগের মিশন.....	২
১.৩ ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে কৌশলগত পরিকল্পনা.....	২
১.৪ বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো.....	৩
১.৫ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা.....	৩
১.৬ বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহ.....	৪
১.৭ বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো.....	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়.....	৮
২.০ এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন.....	৯
তৃতীয় অধ্যায়.....	১০
৩.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	১১
৩.১ নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা.....	১১
৩.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা.....	১১
৩.৩ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা.....	১১
৩.৫ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	১২
৩.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	১৩
৩.৭ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	১৩
৩.৮ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা.....	১৩
৩.৯ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	১৪
৩.১০ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার পরিকল্পনা.....	১৪
চতুর্থ অধ্যায়.....	১৫
৪.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	১৬
৪.৪ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	১৮
৪.৫ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	১৯
৪.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	১৯
৪.৭ ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন.....	২০
৪.৮ জানুয়ারি ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ.....	২১
৪.৯ সরকারি ও বেসরকারিভাবে নির্মাণাধীন ৬,৩৬৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	২৩
৪.১০ সরকারি ও বেসরকারিভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন ৪,০৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	২৬
৪.১১ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র.....	২৭
৪.১২ উৎপাদন সক্ষমতা এবং অর্থনীতিতে এর অবদান.....	২৭
পঞ্চম অধ্যায়.....	২৯
৫.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা.....	৩০
৫.১ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা.....	৩০
৫.২ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন.....	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়.....	৩৩
৬.০ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা.....	৩৪
৬.১ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা.....	৩৪
৬.২ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন.....	৩৪
৬.৩ সিস্টেম লস.....	৩৫
৬.৪ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া.....	৩৬
সপ্তম অধ্যায়.....	৩৭
৭.০ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি.....	৩৮
অষ্টম অধ্যায়.....	৪০
৮.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা.....	৪১
৮.১ ভূমিকা.....	৪১
৮.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা.....	৪১
৮.৩ ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা.....	৪১
৮.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি.....	৪২

৮.৫	বাস্তুরায়নধীন/নির্মাণাধীন কার্যক্রম	৪৩
৮.৬	বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহার	৪৪
৮.৭	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয়ে আইন/বিধি প্রণয়ন	৪৪
৮.৮	কারিগরি ও কৌশলগত কার্যক্রম	৪৪
৮.৯	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	৪৫
৮.১০	এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম	৪৫
৮.১১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৪৫
৮.১২	এনার্জি অডিট	৪৬
৮.৭	ধানের তুষ ব্যবহার করে উন্নত প্রযুক্তিতে ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি	৪৬
৮.৯	ইট পোড়ানোর উন্নত চুল্লী	৪৬
৮.১০	জ্বালানি সশ্রয়ে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা	৪৬
নবম অধ্যায়		৪৭
৯.০	বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৪৮
৯.১	ভূমিকা	৪৮
৯.২	রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট	৪৮
৯.৩	কেপিআই প্রবর্তন	৪৮
৯.৪	কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	৪৯
৯.৫	কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন	৫০
৯.৬	আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন	৫০
দশম অধ্যায়		৫২
১০.০	বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৫৩
১০.১	ভূমিকা	৫৩
১০.২	সেবার মান বৃদ্ধি	৫৩
১০.৩	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	৫৩
১০.৪	সুশাসন প্রতিষ্ঠা	৫৪
একাদশ অধ্যায়		৫৫
১১.০	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৬
১১.১	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৬
১১.২	অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৭
দ্বাদশ অধ্যায়		৫৮
১২.০	এডিপি বাস্তুরায়ন	৫৯
১২.১	রাজস্ব বাজেট	৫৯
১২.২	উন্নয়ন বাজেট	৫৯
১২.৩	মধ্যমেয়াদী বাজেট	৫৯
১২.৪	বিদ্যুৎ বিভাগের প্রদান কর্মবৃতি/নির্দেয়কসমূহ (Key performance indicators)	৬০
১২.৫	অডিট আপত্তি	৬১
ত্রয়োদশ অধ্যায়		৬২
১৩.০	বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)	৬৩
১৩.১	সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন	৬৩
১৩.২	জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন	৬৩
১৩.৩	ফিল্ড ভিজিট	৬৪
১৩.৪	সাজেশন	৬৫
১৩.৫	গণশুনানী (Public hearing)	৬৫
১৩.৬	শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	৬৫
চতুর্দশ অধ্যায়		৬৬
১৪.০	ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৬৬

প্রথম অধ্যায়

ভিশন, মিশন ও কৌশলগত পরিকল্পনা



প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মপবি-৪/১/৯৪ বিধি/২৩(১০০) নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে 'বিদ্যুৎ বিভাগ' এবং 'জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ' নামে দু'টি বিভাগ গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধনক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সময়ে সময়ে প্রণীত আইন/ বিধি/ নীতিমালা/ নির্দেশনা দ্বারা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১.১ বিদ্যুৎ বিভাগের ভিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য যৌক্তিকমূল্যে মানসম্মত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১.২ বিদ্যুৎ বিভাগের মিশন

- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহকরণ;
- পরিকল্পিতভাবে টেকসই বিদ্যুৎ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রাখা;
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাগত সেবা নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন;
- উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-হ্রাস করণের মাধ্যমে সংস্থা/ কোম্পানীসমূহের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন।

১.৩ ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে কৌশলগত পরিকল্পনা

- ক) ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ;
- খ) ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতা বর্ধন;
- গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ঘ) বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ১১০০ বিলিয়ন টাকার সংস্থানকরণ;
- ঙ) মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন;
- চ) আঞ্চলিক গ্রীডের মাধ্যমে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিতকরণ;
- ছ) প্রায় ৭ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার আমদানি নিশ্চিতকরণ;
- জ) সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটেড হ্রাসকরণসহ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটার স্থাপন;
- ঝ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি অপচয়-হ্রাসকরণ;
- ঞ) গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন;
- ট) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬ সালের মধ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন;
- ঠ) কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ১০০ জনঘন্টায় উন্নীতকরণ;
- ড) ২০১৬ সালের মধ্যে অটোমেটেড ইকোনমিক লোড ডিসপ্যাচ পদ্ধতির প্রবর্তন।

১.৪ বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় গঠিত। সরকারের Rules of Business অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব নিজ মন্ত্রণালয়/ বিভাগসহ অধঃস্ৰুঙ্গ সংস্থা/ সংযুক্ত দপ্তরসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/ বিধিমালার আলোকে নিষ্পন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে বিভাগ/ মন্ত্রণালয়/ অধঃস্ৰুঙ্গ সংস্থা/ সংযুক্ত দপ্তরসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও সচিব এর উপর ন্যাস্ত।

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে ‘উন্নয়ন’, ‘প্রশাসন’ ও ‘পরিকল্পনা’ ০৩ (তিন) টি অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৩টির অধীনে ৭টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত-সচিব/ যুগ্ম-সচিব/ যুগ্ম-প্রধান, অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/ উপ-প্রধান এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান রয়েছে। অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগে ৩১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ২৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ২৩ জন ৩য় শ্রেণীর ও ২৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। ‘পরিকল্পনা’ অনুবিভাগ এবং ‘বিধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি’ অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন ০১ জন অতিরিক্ত সচিব। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১০৬ জন।

অনুমোদিত ১০৬ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৬৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। উপপ্রধান ০১ টি, সহকারী সচিব ৭টি, সহকারী প্রধান ১টি, প্রোগ্রামার ০১টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৮টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৬টি সহ সর্বমোট ৪৪টি পদ বর্তমানে গুণ্য রয়েছে।

১.৫ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা

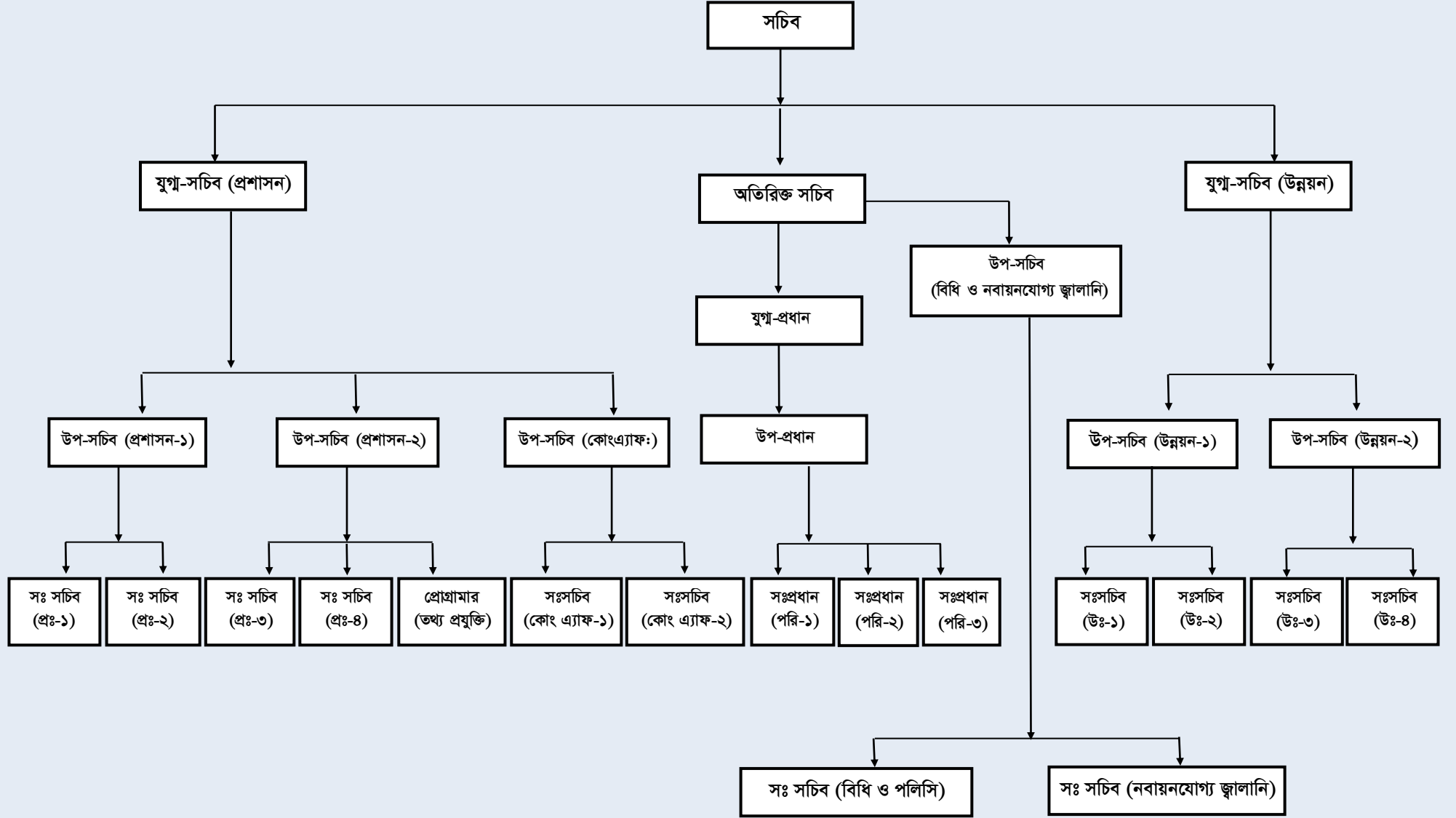
ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১।	সচিব	১	১	-
০২।	অতিরিক্ত সচিব	১	৩	-
০৩।	যুগ্ম-সচিব	২	৩	-
০৪।	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
০৫।	উপ-সচিব	৬	৫	০১
০৬।	উপ-প্রধান	১	-	১
০৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১৩	৬	৭
০৮।	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	৩	২	১
০৯।	প্রোগ্রামার	১	-	১
১০।	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	-
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১
১২।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	৬	৮
১৩।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	৬	৬
১৪।	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	১	-
১৫।	সাঁট মুদ্রাস্থরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
১৬।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৭	৬
১৭।	কম্পিউটার অপারেটর	১	-	১
১৮।	ক্যাশিয়ার	১	-	১
১৯।	ক্যাশ সরকার	১	১	-
২০।	ডুপি- কেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	-
২১।	এম এল এস এস	২৫	১৭	৮
	মোট	১০৬	৬৫	৪৪

সমন্বয় সভার ছবি

১.৬ বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহ

- পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এবং জ্বালানি নিরীক্ষণ সেল (www.eacei.gov.bd);
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
- পল-বী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) (www.reb.gov.bd);
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ (www.dpdc.org.bd);
- ঢাকা পাওয়ার সাপ-আই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ (www.desco.org.bd);
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ (www.wzpdcl.gov.bd);
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী (ইজিসিবি) লিঃ (www.egcb.com.bd);
- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ (www.pgcb.org.bd);
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.com);
- রঙ্গরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.org.bd);
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (নওজোপাজেকো) লিঃ (www.nwpgcl.org.bd);

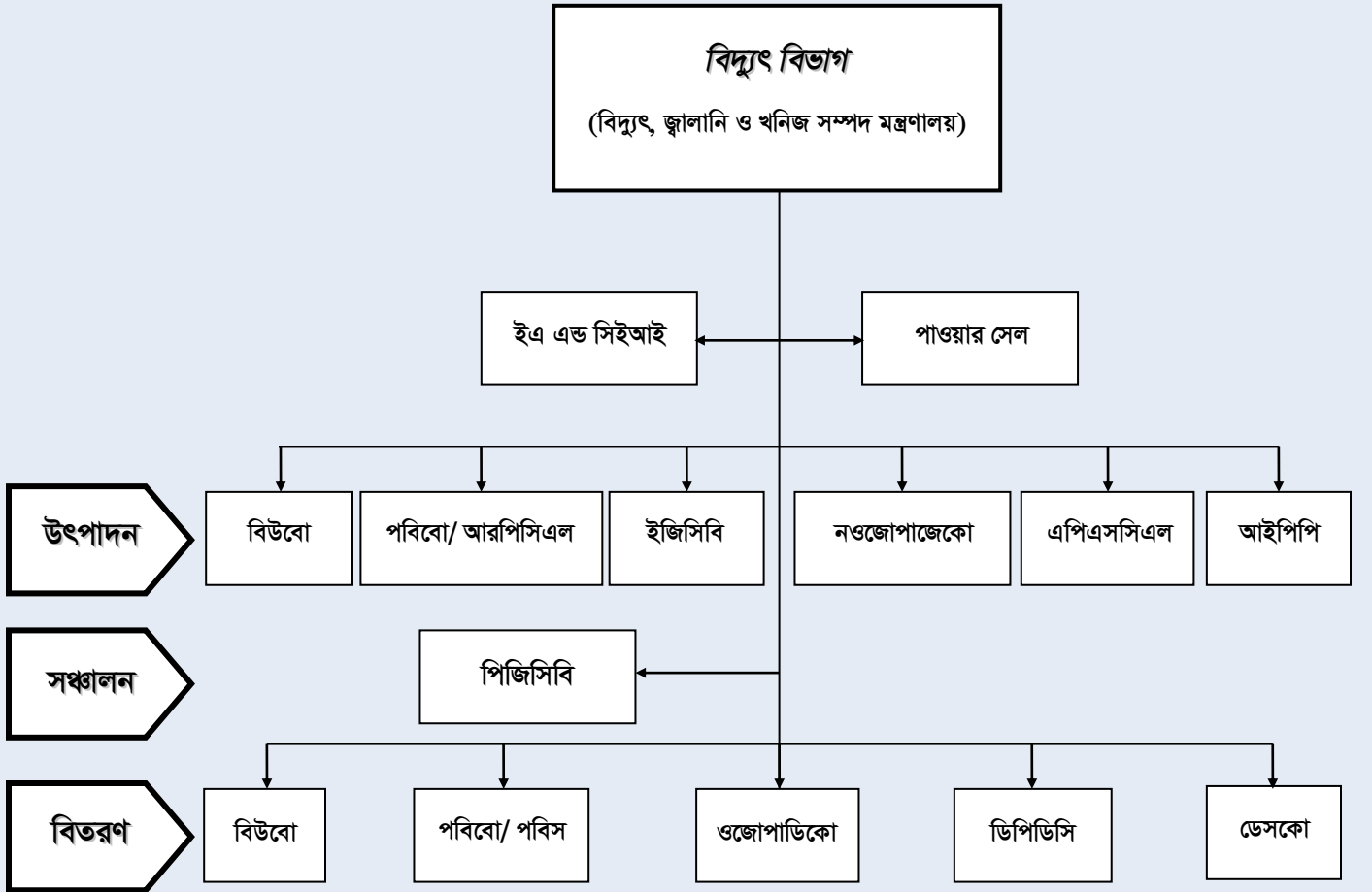
বিদ্যুৎ বিভাগ
সাংগঠনিক কাঠামো



১.৭ বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (APSCCL), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (EGCB) এবং নবগঠিত নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (NWPGL) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (PGCB) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ, পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এ ছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন (Independent Power Projects) প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেড়া ৭০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প-্যান্টের শুভ উদ্বোধন

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালুকরণ এবং ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দশ হাজার মেগাওয়াটের মাইলফলক অতিক্রম করে ১০,২৬৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক জানুয়ারি ২০১৪ সময়ের মধ্যে আরও ৭৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ১১ হাজারে উন্নীত হবে। নিম্নে এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন দেখানো হলো:

ক্র. নং	বিষয়	২০০৯ সালের পূর্বে	অক্টোবর ২০১৩	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	(৪-৩)=৫
০১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭টি	৮৫টি	(+) ৫৮ টি
০২.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	৪,৯৪২ মেঃওঃ	১০,২৬৪ মেঃওঃ	(+) ৫,৩২২ মেঃওঃ
০৩.	এককালীন বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩,২৬৮ মেঃওঃ	৬,৬৭৫ মেঃওঃ	(+) ৩,৪০৭ মেঃওঃ
০৪.	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	৪৭%	৬২%	(+) ১৫%
০৫.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন	২২০ কি.ও. আওয়ার	৩২১ কি.ও. আওয়ার	(+) ১০১ কি.ও. আওয়ার
০৬.	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ০৯ লক্ষ	১ কোটি ৪৩ লক্ষ	(+) ৩৪ লক্ষ
০৭.	সেচ সংযোগ সংখ্যা	২,৩৩,৯০৬টি	৩,০৭,৬৪০টি	(+) ৭৩,৭৩৪টি
০৮.	মোট বিতরণ লাইন	২,৬০,৩৬৯ কি. মি.	২,৯৯,৮৫২ কি. মি.	(+) ৩৯,৪৮৩ কি. মি.
০৯.	প্রতি উপজেলায় বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ (থানাসহ)	৪৭৪ কি.মি	৫৪৮ কি.মি	(+) ৭৪ কি.মি.
১০.	প্রতি উপজেলায় গ্রাহক সংখ্যা	১৬,৩০০ জন	২৩,৩০০জন	(+) ৭,০০০ জন
১১.	প্রতি জেলায় বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	৩,৫২৪ কি.মি.	৪,১৪১ কি.মি.	(+) ৬১৭ কি.মি.
১২.	প্রতি জেলায় গ্রাহক সংখ্যা	১,২১,০০০ জন	১,৭৯,৫০০ জন	(+) ৫৮,৫০০ জন
১৩.	মোট সঞ্চালন লাইন	৭,৯৯১ সার্কিট কি.মি.	৯,০০৩ সার্কিট কি. মি.	(+) ১,০১২ সা. কি. মি.
১৪.	গ্রীড সাব-স্টেশন ক্ষমতা	১৬,২৩৮ এমভিএ	১৮,৭৭৭ এমভিএ	(+) ২,৫৩৯ এমভিএ
১৫.	মোট সিস্টেম লস	১৮.৮৫%	১৪.৬১%	(-) ৪.২৪% হ্রাস

জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সম্ভাব্য উৎপাদন	
ক. গগনগর (নাঃ গঞ্জ) Digital Power	- ১০২ মেঃওঃ
খ. পটিয়া (চট্টগ্রাম)	- ১০৮ মেঃওঃ
গ. নাটোর, রাজলক্ষা	- ৫২ মেঃওঃ
ঘ. ঘোড়াশাল Regent	- ১০৮ মেঃওঃ
ঙ. কাটপটি (মুন্সিগঞ্জ) Sinha	- ৫২ মেঃওঃ
চ. মেঘনাঘাট Summit	- ২২০ মেঃওঃ
ছ. সিরাজগঞ্জ (CC)	- ৭৫ মেঃওঃ
জ. পতেঙ্গা	- ৫০ মেঃওঃ
	মোট = ৭৬৭ মেঃওঃ

জানুয়ারি ২০১৪ সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা = ১১,০৩১ মেগাওয়াট

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা



তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

৩.১ নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ এ বর্তমান সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াটে, ২০১৩ সালের মধ্যে ৭,০০০ মেগাওয়াটে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশলপত্র হিসেবে ‘৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ধিত পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ২০১১-২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের অন্যতম ভৌত অবকাঠামো হিসাবে বিদ্যুৎখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিখাতে মোট ১১,৪৫৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে দেখানো হলো:

২০১৫ সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা

সাল	সরকারিখাতে (মেঃওঃ)	বেসরকারিখাতে (মেঃওঃ)	মোট (মেঃওঃ)
২০১০	-	১৯৪	১৯৪
২০১১	৪১৩	১৭৫৩	২১৬৬
২০১২	১১০৬	৭২	১১৭৮
২০১৩	৮৬৫	২৩১১	৩১৭৬
২০১৪	১৫১০	৮২৩	২৩৩৩
২০১৫	৮১০	১৬০০	২৪১০
মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন			১১,৪৫৭

৩.৩ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে এবং দিন দিন বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক) তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা

জানুয়ারি ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকায় জনগণের মধ্যে লোডশেডিং এর চরম দূর্ভোগ বিদ্যমান ছিল। বিদ্যুতের এ ঘাটতি দ্রুততার সাথে মোকাবেলার জন্য ৬ হতে ১২ মাসের মধ্যে প্রায় ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

খ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সাক্ষ্যকালীন পিক আওয়ারে লোডশেডিং লাঘবের জন্য ১৮-২৪ মাসে বাস্তবায়নযোগ্য তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১ এর মধ্যে সরকারিখাতে ১১টি এবং বেসরকারিখাতে ১৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ২১৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

গ) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩-৫ বছরে বাস্‌ড্রায়নের নিমিত্ত মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০১২ সালে ২৬১৮ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ৩৩৩৯ মেগাওয়াট, যার মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট আমদানি ভিত্তিক এবং ২০১৪ সালে ৩২৯৭ মেগাওয়াট অর্থাৎ সর্বমোট ৯২৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

ঘ.১ বছরওয়ারি বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

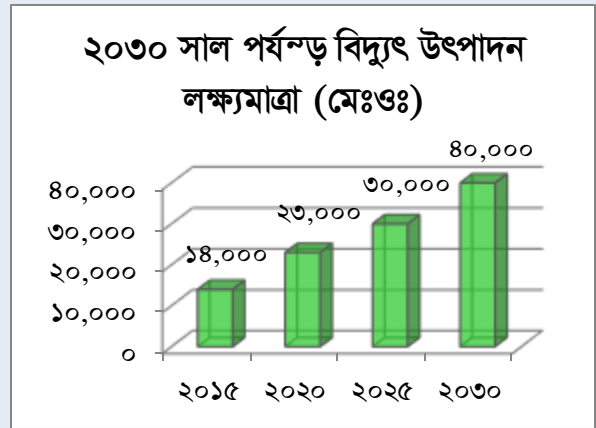
বিদ্যুৎ সংকট নিরসনসহ আগামী ২০২১ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারপূর্বক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্‌ড্রায়নের মাধ্যমে ২০১৩ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে মোট ১১,৪৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বছর	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	মোট
সরকারিখাত (মেগাওয়াট)	৬৬২	৬০৪	১৮৩৭	১৫১০	০০	১৩২০	৫৯৩৩
বেসরকারি খাত (মেগাওয়াট)	৬৯২	১৩৬৬	১০৯৭	৬৩৮	১২৭১	০০	৫০৬৪
বিদ্যুৎ আমদানি (মেগাওয়াট)	৫০০						৫০০
মোট	১,৮৫৪	১,৯৭০	২,৯৩৪	২,১৩৮	১,২৭১	১,৩২০	১১,৪৯৭

ঘ.২ পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প-গান-২০১০ অনুযায়ী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প-গান (পিএসএমপি)-২০১০' প্রণয়ন করা হয় যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ প্রকাশিত হয়েছে। পিএসএমপি-২০১০ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

সাল	মেগাওয়াট
২০১৫	১৪,০০০
২০২০	২৩,০০০
২০২৫	৩০,০০০
২০৩০	৪০,০০০



পিএসএমপিতে বর্ণিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় একক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানির বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিএসএমপিতে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল), নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অন্বেষণ করা হয়েছে। পিএসএমপিতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের যে প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো-তেল-৫%, আমদানিকৃত কয়লা-২০%, নিজস্ব কয়লা-৩০%, গ্যাস-২৫%, নিউক্লিয়ার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আন্দ্রদেশীয় সংযোগ-২০%।

৩.৪ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান-২০১০ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় স্থানীয় কয়লা এবং আমদানিকৃত কয়লা হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়লার উৎসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র দেখানো হলো:

- দেশীয় কয়লা - ১১,৫০০ মেগাওয়াট
- আমদানিকৃত কয়লা - ৮,৫০০ মেগাওয়াট
- মোট - ২০,০০০ মেগাওয়াট

৩.৫ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক তা দুর্গম গ্রামীণ এলাকায় সরবরাহ করা গেলে সরকারের বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে এবং পাশাপাশি বিদ্যুতের ঘাটতিজনিত সমস্যা লাঘব হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসসহ বায়ু দূষণ হ্রাস পাবে; ফলে সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা বাস্তবায়নসহ Kyoto protocol চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও আধুনিককরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যুৎ অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাণিজ্যিক জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উপাদানের পাশাপাশি সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত সোর্স হতে বিদ্যুৎ আহরণের পরিকল্পনা রয়েছে:

- ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন
- ২০০ মেগাওয়াট বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন
- ১০০ মেগাওয়াট বায়োমাস (গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, ধানের তুষ, মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট) ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

৩.৬ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণে বাণিজ্যিক উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

৩.৭ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতসহ অন্যান্য দেশ হতে ৩,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুৎ

আমাদানি ছাড়াও বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে অন্যান্য দেশ যেমন-চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে বিদ্যুৎ সহযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম জোড়দার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৮ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়েও অন্বেষণ করা হয়েছে। কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের অর্থ হল একটি ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে একই পরিমাণ জ্বালানি দিয়ে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনয়ন। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ৭০০-৮০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পাবে।

৩.৯ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার পরিকল্পনা

- তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে এবং নির্ভরশীলতার হার হবে ১৯.৩৬%। ক্রমান্বয়ে এ নির্ভরশীলতা কমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৪.১৪% এ দাঁড়াবে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন জ্বালানির ব্যবহার (মোট উৎপাদনের % হিসাবে) সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমাদানি ভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৫,৬২২	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪১,৫৮৭	৭৩.০০	২.৪৪	১৯.৩৬	১.৬৩	৩.৫৭
২০১৪-১৫	৪৬,২৫২	৭২.০৫	২.১৬	১৭.৬৬	১.৭৪	৬.৩৯
২০১৫-১৬	৫১,৭৫৩	৭৬.৯৪	১.৮৫	১৪.১৪	১.৬২	৫.৪৫

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১১-১২



জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১২-১৩



চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি



চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার আওতায় জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০০৯ এর মধ্যে ৩৫৬ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে ৭৭৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

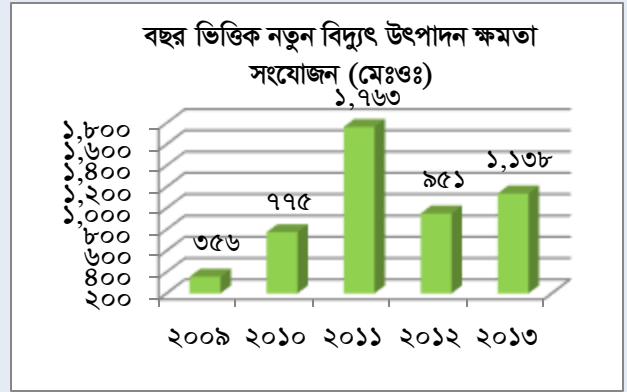
স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সরকারিখাতে ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বেসরকারিখাতে ৯৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১ এর মধ্যে সর্বমোট ১৭৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে পরিকল্পনার ৮০ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে ২০১২ সালে ৯৫১ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সালে ১১৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ভাতর হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। সংশোধিত পরিকল্পনার আওতায় ২০১৪ সালের মধ্যে আরও ১৯৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: বছরওয়ারি বিদ্যুৎ উৎপাদন

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জানুয়ারি ২০০৯ হতে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪,৯৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বছর ভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

- ২০০৯ সাল - ৩৫৬ মেগাওয়াট
- ২০১০ সাল - ৭৭৫ মেগাওয়াট
- ২০১১ সাল - ১৭৬৩ মেগাওয়াট
- ২০১২ সাল - ৯৫১ মেগাওয়াট
- ২০১৩ সাল - ১১৩৮ মেগাওয়াট
- মোট - ৪,৯৮৩ মেগাওয়াট



৪.২ ২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুকরণ

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ০৬টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে। চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা, জ্বালানির ধরণ, চালুর তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ-খপূর্বক নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
১।	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
২।	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই ২০১২
৩।	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কর্পো.)	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	NWPGC	ডিসেম্বর ২০১২
৪।	সান্দ্রহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫।	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৬।	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে ২০১৩
	সর্বমোট	৪৯০			

৪.৩ ২০১২-১৩ অর্থবছরে চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ২২৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারিখাতে মোট ১৬১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি) মোট ৬৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের তালিকা নিম্নের ছকে উলে-খ করা হলো:

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সরকারিখাত						
১	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প- গ্যান্ট ২২৫ মেঃওঃ কনসাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প- গ্যান্ট সংস্থা: NWP GCL ইপিসি: চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন	০৮ আগস্ট ২০১২	৭৫	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর'১৩	● অগ্রগতি: ৩৫.০০%
২	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউ.) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: মারবিনি কর্পোরেশন এবং হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস	জিটিং জুন'১৫ এসটিং মার্চ'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
৩	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গ্যান্ট সংস্থা: BPDB-RPCL JV ইপিসি: JV with CES, China	০৩ জানুয়ারি ২০১৩	১৫০	গ্যাস / এইচএফও	ডিসেম্বর'১৪	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয় নি।
৪	চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গ্যান্ট সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: M/s Hubei Elec. Power Survey, China	৩১ মার্চ ২০১৩	১০৪	এইচএফও	ডিসেম্বর'১৪	● অগ্রগতি: ০% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
৫	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: চায়না চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং	০৯ এপ্রিল ২০১৩	১৯৫	গ্যাস	জিটিং মার্চ'১৫ এসটিং ডিসেম্বর'১৫	● অগ্রগতি: ১৫% ● গত ৩১ মে ২০১৩ তারিখে Contract effective হয়েছে।
৬	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস	জিটিং সেপ্টেম্বর'১৫ এসটিং জুন'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।
৭	ঘোড়াশাল ৩৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস	জিটিং সেপ্টেম্বর'১৫ এসটিং জুন'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।
বেসরকারিখাত						
৮.	গগন নগর ১০২ মেঃওঃ পাওয়ার প- গ্যান্ট স্পন্সর: ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	০১ আগস্ট ২০১২	১০২	এইচএফও	অক্টোবর'১৩	● অগ্রগতি: ৬৫% ● Financial closure হয়নি
৯.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ সিসিপিপি (ভোলা) স্পন্সর: LANCO	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২	২১৮	গ্যাস	জিটিং জুন'১৫ এসটিং মার্চ'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● প্রকল্প স্থান সিরাজগঞ্জে স্থানান্তরের জন্য কাজ চলছে ● GSA স্বাক্ষর হয় নাই
১০.	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	১০৮	গ্যাস	অক্টোবর ২০১৩	● অগ্রগতি: ৯৫% ● Financial closure অর্জিত হয়েছে।
১১.	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	৬ নভেম্বর ২০১২	৫১	গ্যাস	ডিসেম্বর'১৩	● অগ্রগতি: ৯২% ● Financial closure হয়েছে।

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২.	নবাবগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- য়ান্ট স্পসর: ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	৫৫	এইচএফও	জুলাই'১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ১৫% ● Financial closure হয়নি
১৩.	মানিকগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- য়ান্ট স্পসর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	৫৫	এইচএফও	ডিসেম্বর'১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● REB কর্তৃক প্রকল্পের জমি হস্তান্তর করা হয়নি
১৪.	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- য়ান্ট স্পসর: রাজ-লন্কা পাওয়ার লিঃ	১৬ জানুয়ারি ২০১৩	৫২	এইচএফও	জানুয়ারি'১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ৫৫% ● Financial closure হয়েছে

৪.৪ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ' গঠন করা হয়েছে এবং ভারতের NTPC ও বাংলাদেশের BPDB এর যৌথ উদ্যোগে রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Bangladesh-India Friendship Power Company গঠন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

বেসরকারিখাতে ১১৫২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ওরিয়ন গ্রুপের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চীনের সহযোগিতায় মহেশখালী ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। মালেশিয়ার আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রামে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষরপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Feasibility Study চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৭,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দেশীয় উৎপাদিত/ আমদানি নির্ভর কয়লাভিত্তিক প্রায় ৬,৪৪৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তথ্য দেয়া হলো:

ক. নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
সরকারিখাত							
১	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: HEI-CCCE JV, China	০৪ জুলাই' ২০১৩	২৭৪	কয়লা		ডিসেম্বর'১৬	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।
বেসরকারিখাত							
২	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পসর: ওরিয়ন গ্রুপ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	২৭ জুন ২০১৫	সেপ্টেম্বর'১৭	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ৩% ● মন্ত্রণালয় কর্তৃক খুলনা ও চট্টগ্রামে দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে খুলনায় একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ● জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে
৩	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পসর: ওরিয়ন গ্রুপ	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	২৭ মার্চ ২০১৬	জুন'১৭	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ৩% ● Financial Closing হয় নাই। ● জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)			১৪২৬				

খ. টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বেসরকারি খাত						
১.	ঢাকা ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি'১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
২.	চট্টগ্রাম ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি'১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
৩.	বরিশাল ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি'১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
৪.	ঢাকা ৬০০-৮০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি'১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
৫.	চট্টগ্রাম ৬০০-৮০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি'১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
	মোট	১৫০০				

গ. পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
১.	খুলনা (রামপাল) ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ'১৮	২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে PPA এবং IA স্বাক্ষর করা হয়েছে
২.	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন'১৯	Feasibility Study চূড়ান্ত পর্যায়ে
	মোট	২৫২০				

৪.৫ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৪.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২০ বছরের পুরাতন প্রায় ৮৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলিকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলো জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কন্সাইন্ড সাইকেলে রুপান্তরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৫৭ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পাবে।

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ইউনিট নং	বর্তমান ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সংস্কার পরবর্তী উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১।	ঘোড়াশাল স্টীম টারবাইন	২,৩,৪,৫	৫৮০	১০৭৩
২।	শাহজিবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১,২	৬৬	১০৫
৩।	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ জিটি পাওয়ার প-প্লান্ট	১	১৫০	২২৫
৪।	বাঘাবাড়ী ১০০ মেঃওঃ জিটি পাওয়ার প-প্লান্ট	১	১০০	১৫০
	মোট		৮৯৬	১৫৫৩

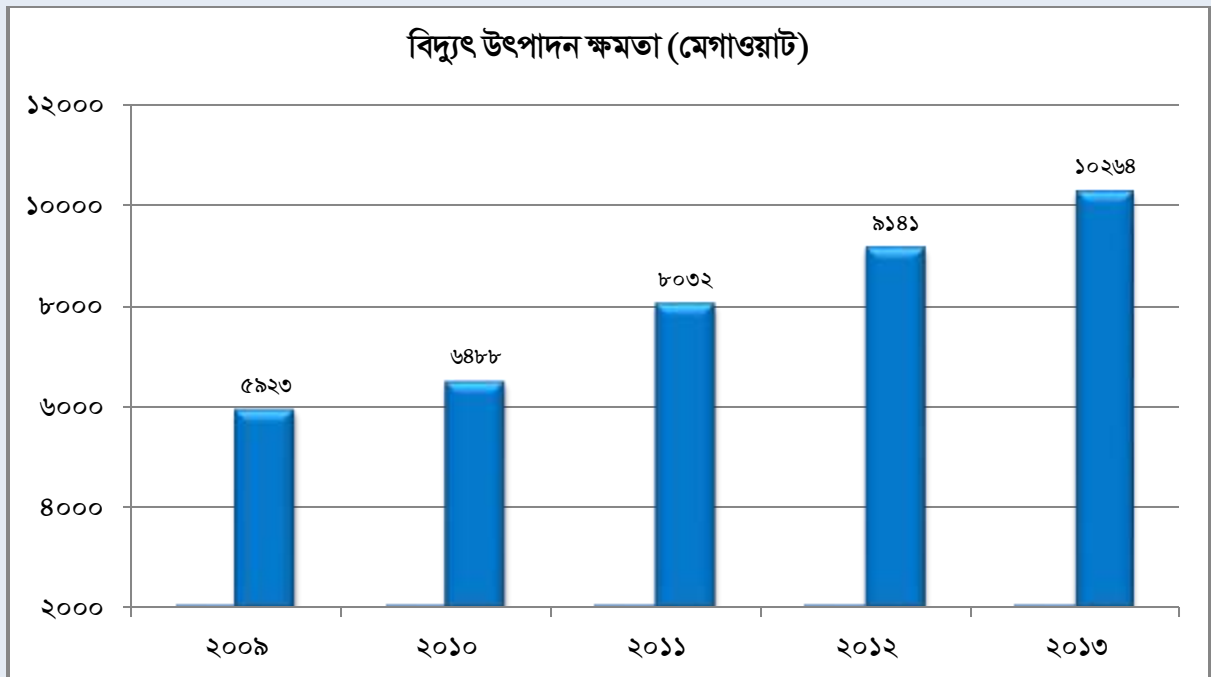
৪.৭ ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন

২০০৯ সালের শুরুতে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে (নভেম্বর-২০১৩) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,২৬৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক হাতিরঝিলে বর্ণিল আলোক উৎসবের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক সম্মেলন কেন্দ্র হতে এই আলোক উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন।

বছরভিত্তিক, জ্বালানী ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো (চিত্র-১, চিত্র-২, চিত্র-৩):



১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন উপলক্ষে আয়োজিত আলোক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

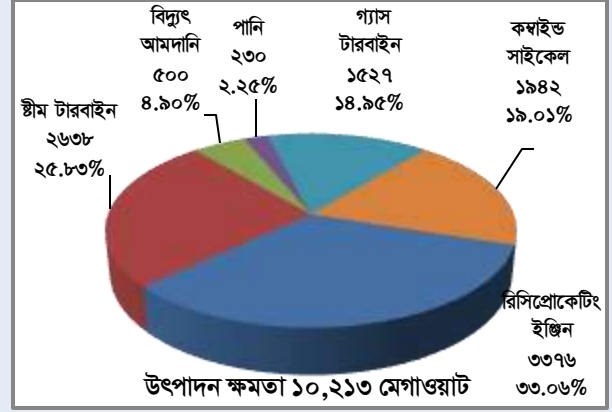


চিত্র-১: বছরভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

চিত্র-২: জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



চিত্র-৩: প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



৪.৮ জানুয়ারি ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১।	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২।	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩।	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪।	উলুপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	০২ মার্চ ২০০৯
০৫।	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬।	মহিলা, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭।	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮।	বাড়বকুন্ড এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯।	রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০।	জাপালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১।	ভোলা রেন্টাল (৩ বছর মেয়াদী)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২।	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদী)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩।	আশুগঞ্জ রেন্টাল (৩ বৎসর মেয়াদী)	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৭ এপ্রিল ২০১০
১৪।	শিকলবাহা রেন্টাল (৩ বৎসর মেয়াদী)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ মে ২০১০
১৫।	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল (৩ বৎসর মেয়াদী)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০২ আগস্ট ২০১০
১৬।	খুলনা ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭।	ঘোড়াশাল ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০ ২৮ আগস্ট ২০১০
			গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৮।	শিকলবাহা ১৫০ মে.ও. পিকিং বিঃ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯।	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মেগাওয়াট(২য় ইউঃ)বিঃকেঃ	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০।	পাগলা ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১।	ভেড়ামারা রেন্টাল (৩ বৎসর মেয়াদী)	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩।	বি-বাড়ীয়া ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪।	মদনগঞ্জ ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল ২০১১
২৫।	আশুগঞ্জ ৫০ মে.ও. পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬।	মেঘনাঘাট ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে ২০১১
২৭।	ঘোড়াশাল ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮।	নোয়াপাড়া ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯।	আশুগঞ্জ ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০।	খুলনা ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৩১।	আশুগঞ্জ ৩ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩।	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল (৫ বৎসর)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪।	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫।	ফেধুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬।	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প- য়ান্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭।	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮।	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর ২০১১
৩৯।	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেঃ	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর ২০১১
৪০।	বগুড়া রেন্টাল (৩ বছর মেয়াদী)	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১।	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১১
৪২।	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩।	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪।	আমনুরা ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পসর: (সিনহা পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫।	ফেধুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩ বছর মেয়াদী রেন্টাল)	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬।	জুলডা, ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পসর: আকর্ণ ইনফ্রা. সার্ভিস লিঃ	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৭।	কেরানীগঞ্জ ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পসর : পাওয়ার প্যাক	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৮।	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিপিডিবি	২৮ মার্চ ২০১২
৪৯।	কাটাখালী, ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পসর: নর্দান পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২
৫০।	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫১।	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই ২০১২
৫২।	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন)	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	NWPGC	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩।	সান্দ্রহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৪।	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৫।	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে ২০১৩
৫৬।	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	টেস্ট রানে চলছে
৫৭।	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	NWPGC	টেস্ট রানে চলছে
৫৮।	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (আশুগঞ্জ)	টেস্ট রানে চলছে
	মোট	৪৪৮৩			

৪.৯ সরকারি ও বেসরকারিভাবে নির্মাণাধীন ৬,৩৬৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) সরকারি: ২,৮২৬ মেগাওয়াট

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প- রান্টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প- রান্ট সংস্থা: NWPGL ইপিসি: চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন	০৮ আগস্ট ২০১২	৭৫	গ্যাস/ ডিজেল		ডিসেম্বর'১৩	● অগ্রগতি: ৩৫.০০%
২	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প- রান্ট সংস্থা: ইজিসিবি ইপিসি: স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলান্স	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিং মে/১৪ এসটিং: মার্চ/১৫	জিটিং: জুন'১৪ এসটিং: মার্চ'১৫	● অগ্রগতি: ২৯%
৩	চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প- রান্ট সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: M/s Hubei Elec. Power Survey, China	৩১ মার্চ ২০১৩	১০৪	এইচএফ ও		ডিসেম্বর'১৪	● অগ্রগতি: ০% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
৪	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: এপিএসসিএল ইপিসি: হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দেউও ইন্টারন্যাশনাল	০৫ অক্টোবর ২০১১	২২৫	গ্যাস	জিটিং: আগস্ট/১৪ এসটিং: মার্চ/ ১৫	জিটিং: সেপ্টেম্বর'১৪ এসটিং: জুন'১৫	● অগ্রগতি: ২৫.৫০% ● ECA চুক্তি বিলম্বে হয়েছে
৫	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: মার'বিনি কর্পোরেশন এবং হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস		জিটিং: জুন'১৫ এসটিং: মার্চ'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
৬	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি সংস্থা: এপিএসসিএল ইপিসি: ইনইলেকট্রা ইন্টাঃ, সুইডেন এবং টিএসকে, স্পেন	১৭ মে ২০১২	৩৭৩	গ্যাস	জিটিং: সেপ্টেম্বর'১৪ এসটিং: জুন'১৫	জুন'১৫	● অগ্রগতি: ১৩.৫% ● Financial closure হয়েছে
৭	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- রান্ট সংস্থা: BPDB-RPCL JV ইপিসি: JV with CES, China	০৩ জানুয়ারি ২০১৩	১৫০	গ্যাস / এইচএফ ও	সেপ্টেম্বর'১৪	ডিসেম্বর, ২০১৪	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয় নি।
৮	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: চায়না চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং	০৯ এপ্রিল ২০১৩	১৯৫	গ্যাস	জিটিং: ২ ডিসেম্বর'১৪ এসটিং: ২ আগস্ট'১৫	জিটিং: মার্চ'১৫ এসটিং: ডিসেম্বর'১৫	● অগ্রগতি: ১৫% ● গত ৩১ মে ২০১৩ তারিখে Contract effective হয়েছে।
৯	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস		জিটিং: সেপ্টেম্বর'১৫ এসটিং: জুন'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।
১০	ঘোড়াশাল ৩৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিং: সেপ্টেম্বর'১৫ এসটিং: জুন'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্ডব্য
১১	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইফনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: HEI-CCCE JV, China	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		ডিসেম্বর'১৬	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি।
	সর্বমোট (সরকারিখাত)		২৮২৬				

(খ) বেসরকারিখাত: ৩৫৪২ মেগাওয়াট

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্ডব্য
০১	ঘাড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	১০৮	গ্যাস	০৫ জানুয়ারি ২০১৩	অক্টোবর ২০১৩	● অগ্রগতি: ৯৫% ● Financial closure অর্জিত হয়েছে।
০২	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: বরকতউলাহ ডায়নামিক	৩১ জুলাই ২০১১	৫০	এইচএফও	২৭ অক্টোবর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৩	● অগ্রগতি: ৮৫% ● Financial closure অর্জনে বিলম্বের কারণে COD অর্জনে বিলম্ব হচ্ছে।
০৩	গগন নগর ১০২ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	০১ আগস্ট ২০১২	১০২	এইচএফও	৩১ জুলাই ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৩	● অগ্রগতি: ৬৫% ● Financial closure হয়নি
০৪	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: রাজ-লন্কা পাওয়ার লিঃ	১৬ জানুয়ারী ২০১৩	৫২	এইচএফও	১৭ জানুয়ারি ২০১৪	জানুয়ারি ২০১৪	● অগ্রগতি: ৫৫% ● Financial closure হয়েছে
০৫	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: ECPV Chittagong Ltd.	২৫ আগস্ট ২০১১	১০৮	এইচএফও	১৪ জুলাই ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ২০১৪	● অগ্রগতি: ৮০% ● Site পরিবর্তনের কারণে COD অর্জনে বিলম্ব হচ্ছে।
০৬	কাঠপাতি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ	০৯ জানুয়ারী ২০১২	৫৩	এইচএফও	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	ফেব্রুয়ারি ২০১৪	● অগ্রগতি: ৮০% ● Financial closure হয়নি। সে কারণে COD অর্জনে বিলম্ব হচ্ছে
০৭	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	১২ মে ২০১১	৩৩৫	গ্যাস/ এইচএফও		জিটিং নভেম্বর/১৩ এসটিং আগস্ট/ ১৪	● অগ্রগতি: ৬৮%
০৮	জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	৯৫	গ্যাস/ এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৪	● অগ্রগতি: ২০% ● Financial closure হয়নি
০৯	গাবতলী, ঢাকা ১০৮ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: ঢাকা নর্থ পাওয়ার	১২ অক্টোবর ২০১১	১০৮	এইচএফও	১০ অক্টোবর ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৪	● অগ্রগতি: ২০% ● Financial closure হয়নি
১০	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ স্পন্সর: ঢাকা ওয়েস্ট পাওয়ার	১২ অক্টোবর ২০১১	১০৮	এইচএফও	১০ অক্টোবর ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৪	● অগ্রগতি: ২০% ● Financial closure হয়নি
১১	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ স্পন্সর: সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	১১ ডিসেম্বর ২০১১	১০৮	এইচএফও	০৯ ডিসেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৪	● অগ্রগতি: ২০% ● Financial closure হয়নি

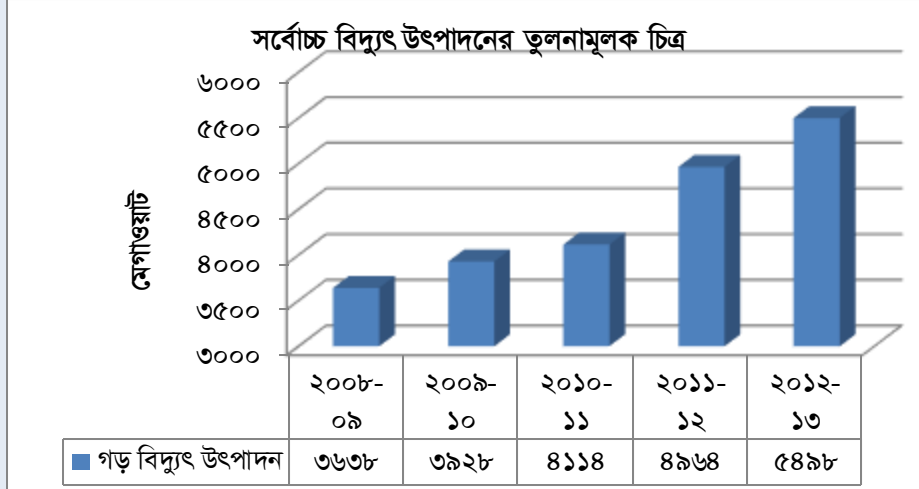
ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১২	কাঠপাট-২(হোমনা), ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: সিনহা এনার্জি লিঃ	০৯ জানুয়ারী ২০১২	৫৩	এইচএফও	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	নভেম্বর, ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● কোম্পানীর Site পরিবর্তনের প্রস্তুত ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩	খুলনা ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয়নি
১৪	নবাবগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারী ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	জুলাই, ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ১৫% ● Financial closure হয়নি
১৫	মানিকগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প- গান্ট স্পন্সর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারী ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	ডিসেম্বর, ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● REB কর্তৃক প্রকল্পের জমি হস্তান্তর করা হয়নি
১৬	সিরাজগঞ্জ ২২৫ সিসিপিপি (ভোলা) স্পন্সর: LANCO	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২	২১৮	গ্যাস		জিটিঃ জুন/১৫ এসটিঃ মার্চ/ ১৬	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● প্রকল্পস্থান সিরাজগঞ্জে স্থানান্তরের জন্য কাজ চলাছে ● GSA স্বাক্ষর হয় নাই
১৭	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১২ মে ২০১১	৩৪১	গ্যাস	জিটিঃ মে'১৩ এসটিঃ মে'১৪	জিটিঃ জুন/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ১০%
১৮	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (১ম ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১২ মে ২০১১	৩৪১	গ্যাস	জিটিঃ মে'১৩ এসটিঃ মে'১৪	জিটিঃ জুলাই'১৬ এসটিঃ মার্চ'১৭	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ০% ● চুক্তি বাতিলের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
১৯	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন গ্রুপ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	২৭ জুন ২০১৫	সেপ্টেম্বর'১৭	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ৩% ● মন্ত্রণালয় কর্তৃক খুলনা ও চট্টগ্রামে দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে খুলনায় একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ● জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে
২০	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন গ্রুপ	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	২৭ মার্চ ২০১৬	জুন'১৭	<ul style="list-style-type: none"> ● অগ্রগতি: ৩% ● Financial Closing হয় নাই। ● জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
	সর্বমোট (বেসরকারিখাত)		৩,৫৪২				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারিখাত)		৬,৩৬৮				

৪.১০ সরকারি ও বেসরকারিখাতে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন ৪,০৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
সরকারিখাত						
১।	আপগ্রোডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প- র্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প- র্যান্ট	৭৫	NWPGCL	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর'১৪	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
২।	শিকলবাহা ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ এইচএফও	জিটিং সেপ্টেম্বর'১৫ এসটিং জুন'১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৩।	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৬০	NWPGC	গ্যাস	অক্টোবর'১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৪।	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)	৪৫০	এপিএসসিএল	গ্যাস	জুলাই'১৬	২য় পর্যায় দরপত্র গ্রহণ: ২১ অক্টোবর ২০১৩।
৫।	আপগ্রোডেশন অব সিলেট ১৫০ পাওয়ার প- র্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প- র্যান্ট	৭৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন'১৫	IFP আহবান: ১৬ জুন ২০১৩ IFP গ্রহণ: ১০ অক্টোবর ২০১৩
	মোট (সরকারিখাত)	১১৮৫				
বেসরকারিখাত						
১।	আশুগঞ্জ ২০০ মেঃওঃ মডুলার	১৯৫	এপিএসসিএল	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০১৪	LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২।	মুন্সীগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর ২০১৪	০৪-০৬-২০১২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৩।	কালিয়াকৈর ১৪৯ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	আইপিপি	গ্যাস/ এইচএফও	জুন ২০১৫	০৩-০৮-২০১১ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৪।	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর ২০১৪	২০-০৩-২০১২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৫।	সাতক্ষীরা ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ ২০১৫	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০১/২০১২ তারিখে অনুমোদিত।
৬।	সিরাজগঞ্জ ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৬৭	আইপিপি	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিং আগস্ট'১৫ এসটিং মার্চ'১৬	২৩-০৯-২০১২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৭।	ফেঞ্চুগঞ্জ ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৬৩	আইপিপি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০১৫	২০-০৩-২০১৩ তারিখে PPA স্বাক্ষর করা হয়েছে।
৮।	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	গ্যাস	জুন ২০১৫	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
৯।	চট্টগ্রাম ৬৫-৮৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৬৫	আইপিপি	ন্যাফথা/ গ্যাস	আগস্ট ২০১৫	PQ ও RFP মূল্যায়ন চলছে।
১০।	এলএনজি ২০০-৮৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	২২৫	আইপিপি	এলএনজি	অক্টোবর ২০১৬	PQ ও RFP মূল্যায়ন চলছে।
১১।	ঢাকা ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
১২।	চট্টগ্রাম ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
১৩।	বরিশাল ১০০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
১৪।	ঢাকা ৬০০-৮০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
১৫।	চট্টগ্রাম ৬০০-৮০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬০০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০১৯	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
	মোট (বেসরকারিখাত)	২৮৬৪				

৪.১১ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

- ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারিখাতে ৪৩৫৬ মেগাওয়াট এবং বেসরকারিখাতে ৩৭৪৪ মেগাওয়াটসহ মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮১০০ মেগাওয়াট। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারিখাতে ৪৮১৯ মেগাওয়াট এবং বেসরকারিখাতে ৩৭১৮ মেগাওয়াটসহ মোট ৮৫৩৭ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১০৭%, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ৬৫%, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় ৬২% এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় এ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০৬৬ মেগাওয়াট (২২ মার্চ ২০১২ তারিখে)। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৩৪ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (১৫ জুন ২০১৩ তারিখে)। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৩ অর্থবছর পর্যন্ত গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণের নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



- ২০১১-১২ অর্থ বছরে সরকারি এবং বেসরকারিখাতে মোট ৩৫,১১৮ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,২২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৮.৮৬% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.১২ উৎপাদন সক্ষমতা এবং অর্থনীতিতে এর অবদান

১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনসহ বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষি, শিল্প, রপ্তানিসহ অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

- খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এতে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। যা বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।
- বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উলে-খযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হয়েছে।
- পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিখাতে উচ্চ সময়ে যে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পে লোশেডিং সীমিত রাখার ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র ২০১১ অর্থ বছরে রপ্তানি খাতে ৪১% প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০১৩ অর্থ বছরে ২৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির পিছনে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার অবদান রয়েছে।

অর্থাৎ ১০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতা অর্জন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৮ সালের ২৫ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. থেকে ২০১৩ সালে ৩৮ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. উন্নীতকরণের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য খাতে উলে-খযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য বিষয় হলো পাঁচ বছরের কম সময়ে বিদ্যুৎ এর উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হওয়া। অর্থাৎ ৬০ এর

দশক থেকে প্রায় ৫০ বছরে যে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা সত্ত্বেও প্রায় সমপরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা সিস্টেমে সংযোজন করতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতার প্রমাণ। যোগ্য নেতৃত্ব, সরকারের দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে উক্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।



চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা



পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

৫.১ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সমস্যার সমন্বিত ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালনের জন্য সঞ্চালন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা’ সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার ৪০০ কেভি/২৩০ কেভি/১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ২৫ হাজার এমভিএ ক্ষমতার গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫.২ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০১২-১৩ অর্থবছরে পিজিসিবি ৩৭৩.৪৭ সার্কিট কি.মি. দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণসহ বিগত পাঁচ বছরে ১,০১২ সার্কিট কি.মি. সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ২,৫৩৯ এমভিএ ক্ষমতার গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

নতুন সঞ্চালন লাইনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সঞ্চালন লাইন	ভোল্টেজ লেভেল	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)	চালুর তারিখ
১.	ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	২৩০	৬৬.৩৭	০৫-১০-২০১২
২.	বিবিয়ানা-কুমিল-১ (উত্তর) ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	২৩০	৩০৭.১০	২৪-১০-২০১২

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত পিজিসিবি’র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে :

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	সংখ্যা	মন্ডব্য
০১	৪০০ কেভি সঞ্চালন কেন্দ্র	১টি	(৫০০ মেঃওঃ HVDC Back to Back সাব স্টেশন)
০২	২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	২টি (৭৫০এমভিএ)	
০৩	১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	১১টি (১২৪২ এমভিএ)	
০৪	৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	৫৪ সার্কিট কিলোমিটার	
০৫	২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	৭১১ সার্কিট কিলোমিটার	
০৬	১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	৫৩৫ সার্কিট কিলোমিটার	
০৭	ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার (এনএলডিসি) নির্মাণ	SCADA Software ও এর সাহায্যে ১১৪টি পাওয়ার স্টেশন ও গ্রীড সাবস্টেশন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লাইনের উপর ২৫১৫ কিলোমিটার Optical Fibre Ground Wire (OPGW) স্থাপন করা হয়েছে।	

সরকারের সময়োচিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও বিভ্রাটহীনভাবে সারা দেশে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে পিজিসিবির সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতা বর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে চলমান প্রকল্প এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের তালিকা প্রদান করা হলো:

চলমান সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ:

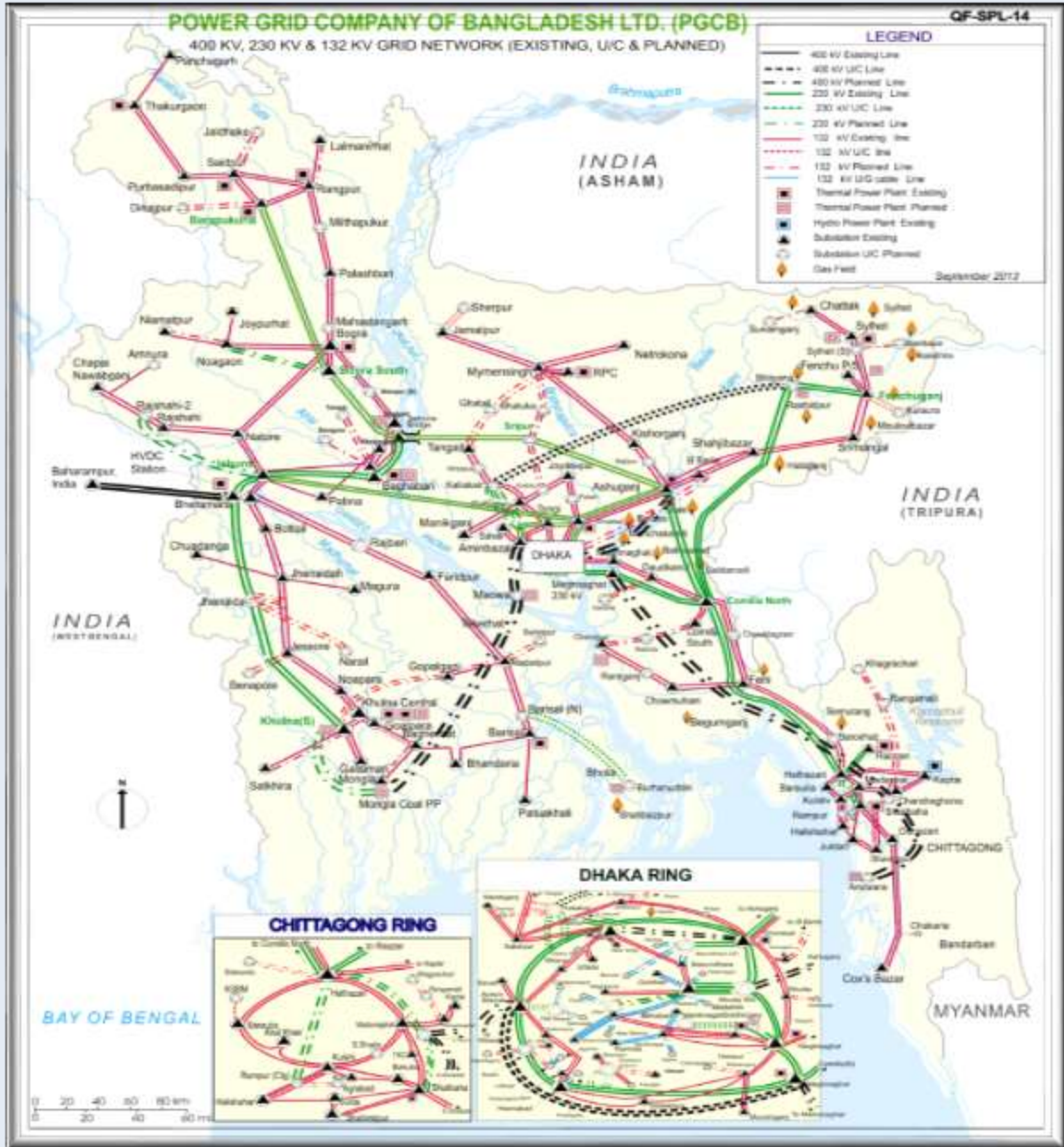
ক্র. নং	সঞ্চালন লাইন	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)	সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
১.	মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	১১০ জুন ২০১৪
২.	আমিনবাজার ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি	৪	১০৮০	২৩০ কেভি	১৬ জুন ২০১৪

ক্র. নং	সঞ্চালন লাইন	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
	ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস			১৩২ কেভি	৩০	
৩.	সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন	২	১০৫০	২৩০ কেভি	২২	জুন ২০১৪
৪.	বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)-ভারত (বহরমপুর) আন্ডঃসংযোগ লাইন প্রকল্প	১	৫০০ (মেঃওঃ)	৪০০ কেভি	৫৪	জুন ২০১৪
				২৩০ কেভি	৯	
৫.	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	১৪৭০	৪০০ কেভি	৩৩৬	ডিসেম্বর ২০১৪
				২৩০ কেভি	২১০	
				১৩২ কেভি	৬৪	
৬.	ন্যাশনাল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১২	২৩৯৬	২৩০ কেভি	১৫৪	জুন ২০১৭
				১৩২ কেভি	৩২৪	
৭.	পূর্বাঞ্চলীয় ১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৪	৩২৮	১৩২ কেভি	৫৯০	জুন ২০১৬
৮.	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	৯০০	২৩০ কেভি	১২৬	জুন ২০১৪
৯.	কুলাউড়া ও শেরপুরে আন্ডঃসংযোগ লাইনসহ দুইটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	২	১৮২	১৩২ কেভি	৯০	ফেব্রুয়ারি ২০১৪
১০.	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	১৩২ কেভি	৪৫	জুন ২০১৫

পরিকল্পনাধীন সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	সঞ্চালন লাইন	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
১.	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৫০৩২	৪০০ কেভি	৫৬	জুন ২০১৭
				২৩০ কেভি	৬২.৬০	
				১৩২ কেভি	৩৫৮	
২.	গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প	৬	১৫৯৬	২৩০ কেভি	-	জুন ২০১৭
				১৩২ কেভি		
৩.	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১০৪০	৪০০ কেভি	১৪০	জুন ২০১৫
৪.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি এবং মংলা-খুলনা(দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১৫৬০	৪০০ কেভি	৩৮৪	জুন ২০১৬
				২৩০ কেভি	৮০	
৫.	আনোয়ারা-মেঘনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১৫৬০	৪০০ কেভি	৫২০	জুন ২০১৬
৬.	ওয়েস্টার্ন গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৫	১৩৫০	২৩০ কেভি	১৪০	জুন ২০১৬
				১৩২ কেভি	৪৩৭	
৭.	আশুগঞ্জ-ফেঞ্চগঞ্জ ১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং নতুন আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি	৩৭৬	জুন ২০১৭
				১৩২ কেভি	২৭৬	
৮.	মাতারবাড়ী-আনোয়ারা-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	১৫৬০	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০১৮
৯.	রংগাল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিনিউভেশন প্রজেক্ট	১১	৩০৭৫	১৩২ কেভি	৭৪৪	জুন ২০১৮

বিদ্যুতের সঞ্চালন ব্যবস্থা



ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

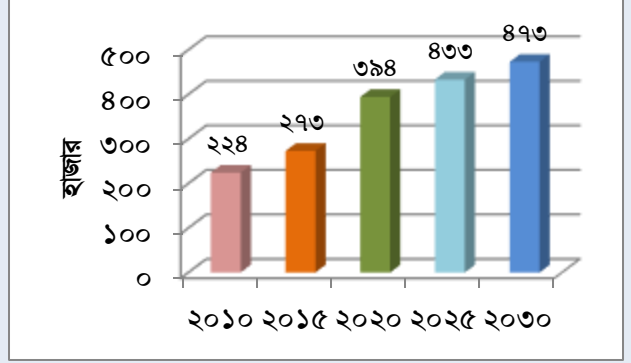


ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

৬.১ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রাম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১,৯৪,৩৬০ কি.মি. লাইন নির্মাণের একটি মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নতুন নতুন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪,৭৩,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি এবং ৩৩/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।



৬.২ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ও বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহক সংযোগ প্রদানের ফলে বিদ্যুতায়িত জনসংখ্যা ৬২% এ উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পবিত্ববোর্ডের বিভাগীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যে ১৮,৪৩০ কি.মি. লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৭,২৮,০০০ জন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের কাজ চলমান আছে। অনুরূপভাবে ৫৮টি পল-১ বিদ্যুৎ সমিতিতে গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে '১০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ' প্রকল্পটির আওতায় মে ২০১২ পর্যন্ত ৯.৩৫ লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং জুন ২০১২ এর মধ্যে অবশিষ্ট গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নধীন আছে।

এ ছাড়া পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সম্প্রতি অনুমোদিত 'পল-১ বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০টি পল-১ বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন ৪৫৩টি উপজেলায় ৪৫,০০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

ডেসকো কর্তৃক আগামী ২০২০ সালের প্রক্ষেপিত ১৯১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য নতুন ৯টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পূর্ণবাসন/ ক্ষমতা বর্ধন কাজ বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহরের জন্য প্রক্ষেপিত লোড ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ২টি ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি ও ৫টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন হবে। এছাড়াও রাজউক বর্তমানে উত্তরা মডেল টাউনের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করছে। এ নতুন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ও ডেসকো'র উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডেসকো ইতোমধ্যে দু'টি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ সব প্রকল্পে ০৫টি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৪টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ছাড়া ও পুরাতন উপকেন্দ্রগুলোর নবায়ন/ ক্ষমতা বর্ধন অসম্ভব আছে।



মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ধামালকোট উপকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন



মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক CAAB (ক্যাব) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভাগীয় বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রকল্পসমূহের আওতায় পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ১০,২২২ কি.মি. লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন-২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প অর্থায়নে ১০,২৭৯ কি.মি. লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে চলমান ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২১২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২১০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সদর দপ্তর কমপে-ক্সে “Installation of 28 KW (49 kwp) Solar Power Plant For H/Q Complex” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে ৪৯ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার একটি সোলার পাওয়ার প-প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ সোলার পাওয়ার প-প্লান্ট স্থাপন করতে প্রায় ১.৭০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এই প-প্লান্টের উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিনের বেলায় লাইট ও ফ্যান এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পবিবোর্ডের এই প-প্লান্টের জন্য প্রতি মাসে প্রায় ২৫০০ কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীড হতে সাশ্রয় হচ্ছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ডিপিডিসি কর্তৃক ৪টি ৩৩/১ কেভি উপকেন্দ্র কমিশনিং শেষে বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়েছে। আরো ১টি ৩৩/১ কেভি উপকেন্দ্র চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও ২টি ১৩২/৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ১টি ১৩২/৩ কেভি উপকেন্দ্রের কনভার্সন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ডিপিডিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় ৬.০৩ কি.মি. ৩৩ কেভি এবং ৩২.১ কি.মি. ১১ কেভি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ১৪.৭ কি.মি. ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন এবং ১০.৮৭ কি.মি. ১১ কেভি ওভারহেড লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

ডেসকো এলাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মিরপুর এলাকায়-২টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন, ২টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ-৪৩৭৫০ জন, আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন স্থাপন-৯৫ সার্কিট কি.মি., ওভারহেড লাইন স্থাপন-১২৫ কি.মি. এবং ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন ৫০ টি সম্পন্ন করা হয়েছে।

তাছাড়াও গুলশান এলাকায়- ৪ টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন, ২টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ- ১,৮৮,২৬৩ জন, আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওভারহেড ক্যাবল লাইন- ১৪৫ সার্কিট কি.মি., ওভারহেড লাইন নির্মাণ- ৩২৫ কি.মি., আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন-২৮ সার্কিট কি.মি., ৪০০টি ১১/০.৪ কেভি ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপন ও ৫০টি ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

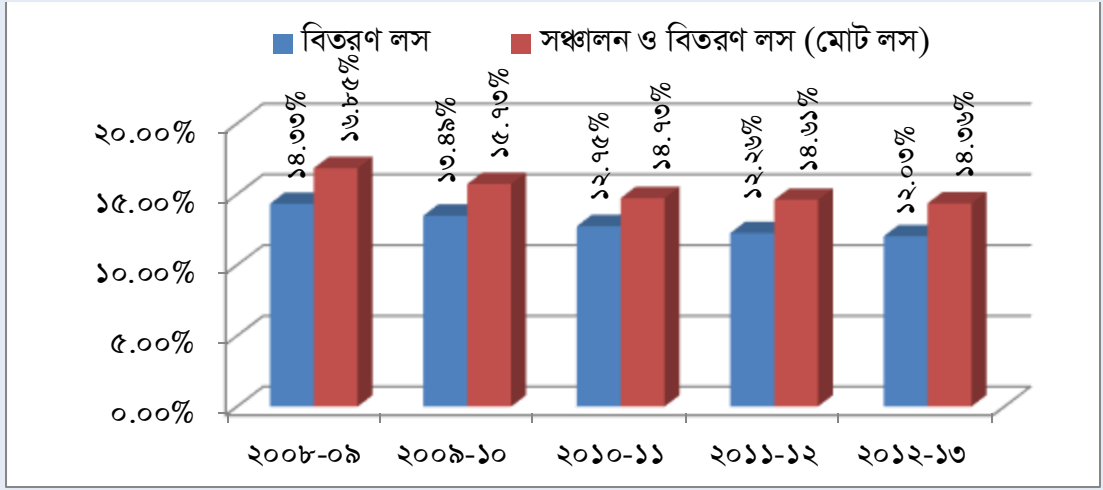
ডেসকো'র আওতাধীন এলাকায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২১.৫৮ কি.মি. ৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন স্থাপন করা হয়। অর্থ বছরের শেষে মোট ৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৬.১৯ কি.মি.। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩৮.৪১ কি.মি. ১১ কেভি ওভারহেড লাইন এবং ৪৩.৫৬ কি.মি. এবং আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন স্থাপিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী বছরের মোট ১৭৭৪. কি.মি. Low tension লাইন বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৩৮.৪৭ কি.মি.এ দাঁড়িয়েছে।

৬.৩ সিস্টেম লস

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ১২.০৩% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%

২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

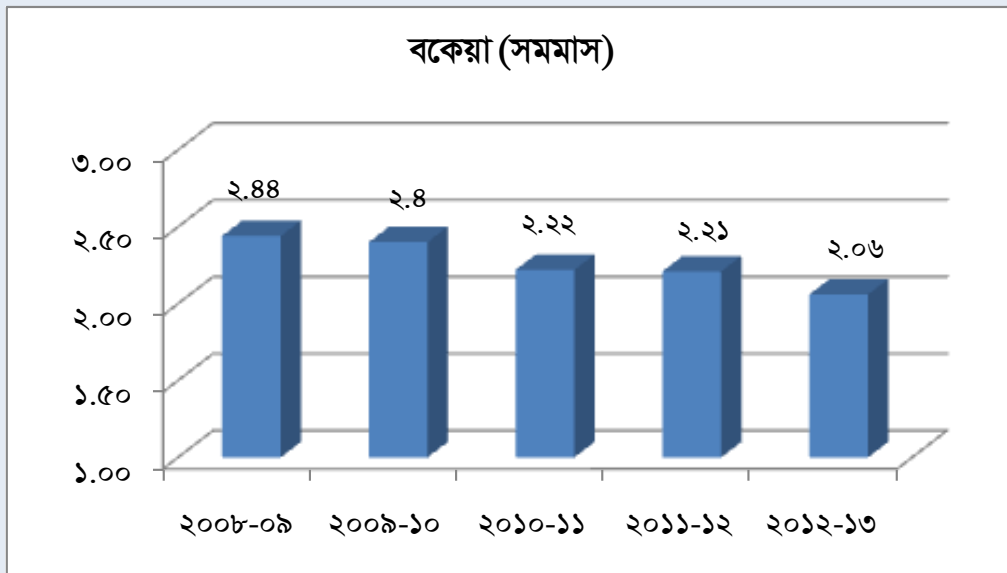


৬.৪ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ কোম্পানীসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬

২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



সপ্তম অধ্যায়

আঞ্চলিক সহযোগিতা



সপ্তম অধ্যায়

৭.০ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমারের কাছ হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা গুরুত্ব করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উলে-খযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

৭.১ বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আন্ড্রদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকে সহযোগিতার ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়:

- ১। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
- ২। আন্ড্রদেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
- ৪। বিদ্যুৎ খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান;

এ সমঝোতা স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভারত অংশে ৭৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ২৭ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণসহ ৪০০ কেভি HVDC (High Voltage Direct Current) গ্রীড উপকেন্দ্রের কাজ শেষে ০৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে উক্ত উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। লাইনটি ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

৭.২ দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও নেপাল, ভূটান এবং মায়ানমায়ের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নেপালের সাথে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি টিম নেপাল ভ্রমণ করেছে। মায়ানমায়ের সাথে বিদ্যুৎ খাতের যৌথ সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূটানের সাথে যৌথ সহযোগিতার লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চলছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভূক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে Fourth SAARC Energy Minister's এবং Senior Officials সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জ্বালানি খাতে যৌথ সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি এডিবি কর্তৃক প্রণীত SASEC ডকুমেন্ট গৃহীত হয়।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভূক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

Third Taskforce Meeting on Trans Power Exchange সভা গত ২৩-২৪ আগস্ট ২০১১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় BIMSTEC Grid ছাড়াও BIMSTEC Energy Centre স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

ভারত ব্যতিত অন্যান্য দেশের সাথে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম:

- চীনের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- মালেশিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চলছে;
- কাতারের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর বিবেচনাধীন রয়েছে;

তাছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপাল সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ব্যাংককে SASEC Working Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ উ-৮ এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়নের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠিত Joint Working Group এর দ্বিতীয় সভা সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মহাপরিচালক, পাওয়ার সেলের নেতৃত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। সভায় সোলার পার্ক স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম বাস্তবায়ন, বায়ুগ্যাস প-গ্যান্ট স্থাপনসহ একাডেমিক ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠিত Joint Working Group এর দ্বিতীয় সভা

ଅଃଷ୍ଠମ ଅଧ୍ୟାୟ

ନବୀୟନଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଵାଲାନି ଓ ଜ୍ଵାଲାନି ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ



অষ্টম অধ্যায়

৮.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

৮.১ ভূমিকা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদী স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি কে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ



বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে।

৮.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজে একক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য “সাসটেইনেবল এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সেডা) আইন ” প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় ইতোমধ্যে “জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিধি” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সেডা গঠনের জন্য জনবল সংক্রান্ত সেট-আপ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হল:

ক্রমিক নং	জ্বালানির ধরণ	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
১	সৌর শক্তি	৫০০
২	বায়ু শক্তি	২০০
৩	বায়োমাস ও বায়োগ্যাস	১০০
	মোট	৮০০

৮.৩ ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি “৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করা হয়েছে। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়

সাধনের লক্ষ্যে “সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্দেশিকা-২০১৩” প্রণয়ন করা হয়েছে। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

- (ক) বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।
- (খ) সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।

বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ সুবিধা ভোগকারীর প্রদেয় সেবা মূল্যের দ্বারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সামাজিক প্রকল্পসমূহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে না। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বিবেচনা করা হচ্ছে:

(ক) বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ

- বিভিন্ন সরকারী অব্যবহৃত ও অনাবাদী জমিতে বেসরকারিখাতে Build, Own and Operate (BOO) ভিত্তিতে সৌর পার্ক স্থাপন;
- অফ-গ্রীড এলাকায় সৌর মিনিগ্রীড প্রকল্প স্থাপনপূর্বক Remote Area Power Supply System (RAPSS) পদ্ধতিতে বিদ্যুতায়ন;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রবর্তন;
- ডিজেল চালিত সেচ পাম্পসমূহ সৌর সেচ পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- সরকারি ও আধা-সরকারি ভবনে আইপিপি মডেলে সৌর প্রকল্প স্থাপন।

(খ) সামাজিক প্রকল্পসমূহ

- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র;
- প্রত্যন্দ্র এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র;
- অবিদ্যুতায়িত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান;
- প্রত্যন্দ্র রেলওয়ে স্টেশন এবং
- অফ গ্রীড এলাকার সরকারী অফিসসমূহ।

৮.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রো ব্যতিত) প্রায় ১২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্দ্র অঞ্চলে ১ কোটিরও বেশি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। নিম্নে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলো:

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

• সোলার হোম সিস্টেম (২৭ লক্ষ)	:	১১০ মেগাওয়াট
• সরকারি/ বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেম	:	১ মেগাওয়াট
• বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেম	:	১ মেগাওয়াট
• নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পিভি স্থাপন	:	১০ মেগাওয়াট
• বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	:	২ মেগাওয়াট
• বায়ো মাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	১ মেগাওয়াট
• বায়ো গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	১ মেগাওয়াট
• হাইড্রো	:	২৩০ মেগাওয়াট
• মোট	:	৩৫৬ মেগাওয়াট

৮.৫ বাস্‌ড্রায়নাথীন/ নির্মাণাধীন কার্যক্রম

- Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) এর মাধ্যমে বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২,০০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হচ্ছে এবং পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি ও আধা-সরকারি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে;
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- এডিবি'র অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক কাশাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্রীড কানেক্টেড সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বাংলাদেশ সচিবালয়ের ছাদে BOO ভিত্তিতে ৫০ kwp ক্ষমতার গ্রীড কানেক্টেড সৌর বিদ্যুৎ প-গ্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সুনামগঞ্জ জেলার শাল-১ উপজেলায় ৬৫০ kwp পিক ক্ষমতার সোলার মিনিগ্রীড স্থাপন কার্যক্রম বাস্‌ড্রায়নাথীন রয়েছে;
- বেসরকারি উদ্যোগে IDCOL এর মাধ্যমে ০৫টি এলাকায় সোলার মিনি গ্রীড প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- এডিবি'র অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক হাতিয়ায় সৌর (১ মেঃওঃ) ও বায়ু (১ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ হাইব্রিড সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে;
- ২০০০ (দুই হাজার) ডিজেল ইরিগেশন পাম্পকে সোলার পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে;
- এডিবি'র অর্থায়নে ৭ টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০ কি.মি. সোলার স্ট্রীট লাইট প্রকল্প বর্তমানে বাস্‌ড্রায়নাথীন আছে;
- বিউবো কর্তৃক জামালপুর জেলার সরিষাবাড়িতে IPP মডেলে ৩ মেগাওয়াট গ্রীড কানেক্টেড সোলার পার্ক স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা নদী সংলগ্ন খাস জমিতে IPP মডেলে ৩০ মেগাওয়াট এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ৫০-৬০ মেগাওয়াট গ্রীড কানেক্টেড সোলার পার্ক স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির আরো একটি উৎস বায়োমাস ব্যবহার করে ঠাকুরগাঁও জেলায় ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্‌ড্রায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ BOO ভিত্তিতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০-৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে;
- একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও বরগুণার পাঁচটি স্থানে উইন্ড ম্যাপিংসহ একটি ১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু শক্তি ভিত্তিক পাইলট প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া USAID, ADB এর সহায়তায় দেশের আরো ৭টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং করা হচ্ছে;
- বিউবো কর্তৃক চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৫০-২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে;
- বেসরকারী উদ্যোগে ইডকলের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫০০টি ডিজেল ইরিগেশন পাম্পকে সোলার পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ডের আওতায় পবিবো কর্তৃক ১৫টি উপজেলা কমপে-ব্ল সৌর বিদ্যুৎ প-গ্যান্টস্থাপন প্রকল্প বাস্‌ড্রায়ন করা হচ্ছে;
- বিউবো কক্সবাজারে Trio Syndicate কর্তৃক BOO ভিত্তিতে স্থাপিতব্য ০৮ (আট) মেগাওয়াট এবং JVC of Taylor Engineering & PH Consulting Inc USA Ges Multiplex Green Energy Ltd. কর্তৃক BOO ভিত্তিতে স্থাপিতব্য ৬০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্‌ড্রায়ন করা জরুরী। সরকারের এ প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্‌ড্রায়নের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ লোকবল, অর্থ বরাদ্দ ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্‌ড্রায়নে আনুমানিক ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। সরকারি ও বেসরকারি উৎস হতে এ অর্থ যোগান দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ থেকে চাহিদা মোতাবেক জমি বরাদ্দসহ কাজিত সহযোগিতা পেলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম সফল হবে যা আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে।



উয়িভ ম্যাপিং এর জন্য স্থাপিত টাওয়ার

৮.৬ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহার

জ্বালানি সশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার এ খাতের দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সংগলন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৭ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয়ে আইন/ বিধি প্রণয়ন

জ্বালানি সশ্রয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুপরিচালিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) আইন ইতিমধ্যে সংসদে পাশ করা হয়েছে। স্রেডা কার্যকরকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জ্বালানি সশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া জ্বালানি সশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় আনার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থা/ কোম্পানীতে জ্বালানি সংরক্ষণ সেল স্থাপন করা হচ্ছে। সম্ভাব্য শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে “জ্বালানি নিরীক্ষক এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপক” নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয় অসুডর্ভুক্ত করে বিল্ডিং কোড চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়াদি অসুডর্ভুক্ত করে নবায়নযোগ্য নীতিমালা হালনাগাদকরণ চলছে।

৮.৮ কারিগরি ও কৌশলগত কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি ও কৌশলগত কর্মসূচি হিসাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয় ও সন্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লোড সাইড ম্যানেজমেন্ট ও ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
২. অদক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি বিদ্যুৎ সশ্রয়ী CFL, T5, LED ইত্যাদি দ্বারা প্রতিস্থাপন;
৩. রাত ৮টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৪. এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সুপার মার্কেটসমূহের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন স্থানান্তর;
৫. সেচ পাম্পের লোড সাক্ষ্যকালীণ পিক আওয়ার থেকে অফপিক আওয়ারে (রাত ১১টা হতে দিন ভোর ৫টা) স্থানান্তর;

৬. সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসির তাপমাত্রা ২৫° সে. বা এর উপরে রাখা;
৭. অতি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ রিপারিং এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ;
৮. বয়লার ও ফার্নেস ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে Base Line Survey সম্পন্ন করা;
৯. সকল আবাসিক গ্রাহকদের এবং বাণিজ্যিক স্থাপনায় ওয়াটার হিটিং-এ গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিটার স্থাপন;
১০. রাইচ মিলসমূহে Improved Rice Parboiling System ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ;
১১. জ্বালানি সাশ্রয়ে বায়োমাসভিত্তিক উন্নত চুলা ব্যবহার;
১২. উন্নত গ্যাস চুলা (অটো চুলা) ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
১৩. এনার্জি স্ট্যান্ডার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪. বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে পি-পেইড ই-মিটার/ স্মার্ট মিটার স্থাপন;
১৫. টিউব লাইটের ম্যাগনেটিক ব্যালেষ্টের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক ব্যালেষ্ট ব্যবহার;
১৬. রাস্তার নিরাপত্তা বাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
১৭. জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের বিষয় বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভুক্তকরণ;
১৮. গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।

৮.৯ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

১. পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইন্সট্রি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
২. দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়ীসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
৩. অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতর অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য মোবাইল কোর্ট ও ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা;
৪. দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/ কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
৬. জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
৭. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন;
৮. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
৯. স্কুলিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা;
১০. বিদ্যুৎ মেলায় আয়োজন করা।

৮.১০ এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি, এনার্জি কনজারভেশন এবং এনার্জি সেভিংস কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে BSTI কর্তৃক রিফ্রিজারেটর, সিলিং ফ্যান, ইলেকট্রিক মোটর, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী CFL, ইলেকট্রনিক ব্যালেষ্ট, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি হাউজ এপ-য়েন্স এর এনার্জি স্টার লেবেলিং শুরু করা হয়েছে।

৮.১১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

১. তরল জ্বালানি ও গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;
২. অফ গ্রীড এলাকাসমূহ Stand alone সোলার হোম সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
৩. অফ গ্রীড এলাকাসমূহ সোলার পাওয়ার মিনিগ্রীড সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
৪. সোলার পাওয়ার সিকিউরিটি লাইট, স্ট্রীট লাইট, ট্রাফিক লাইট, বিলবোর্ড স্থাপন;
৫. সোলার পিভি ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপ-ই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
৬. সোলার পাওয়ার্ড এটিএম বুথ ও মোবাইল ফোন চার্জ স্টেশন স্থাপন;
৭. সোলার কুকার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
৮. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের লাইট ও ফ্যান চালানোর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন;
৯. ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার এবং গ্যাস ওয়াটার হিটারের পরিবর্তে সোলার ওয়াটার হিটার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;

১০. নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন;
১১. বৈদ্যুতিক ও গ্যাস ড্রাইয়ারের পরিবর্তে সোলার ড্রায়ার ব্যবহারকরণ;
১২. ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালনা করা।

৮.১২ এনার্জি অডিটিং

১. এনার্জি সেভিং এর সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন;
২. অধিক জ্বালানি ব্যবহারকারী বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এনার্জি অডিটর/ এনার্জি ম্যানেজার নিয়োগ;
৩. সদ্য পাশকৃত স্নাতক প্রকৌশলীদের এনার্জি অডিটর হিসাবে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.৭ ধানের তুষ ব্যবহার করে উন্নত প্রযুক্তিতে ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২৮ মিলিয়ন টন ধান প্রক্রিয়াকরণপূর্বক চাল উৎপাদন করা হয়। দেশের প্রায় সকল রাইস মিল কনভেনশনাল ফার্নেস ব্যবহার করে ধানের তুষ পুড়িয়ে আদিম ও অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ধান সিদ্ধ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বাস্‌ড্রায়নকারী এসইডি প্রকল্পের আওতায় ধান সিদ্ধ করার ক্ষেত্রে উন্নত ও দক্ষ Rice Parboiling System উদ্ভাবন করা হয়েছে যা প্রায় ৬০% পর্যন্ত জ্বালানি (ধানের তুষ) সাশ্রয় করতে সক্ষম, ধোঁয়া মুক্ত এবং এতে দূর্ঘটনার ঝুঁকি কম। বিদ্যমান ধান কলগুলিতে উন্নত কারিগরী সিস্টেমের Rice Parboiling ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে প্রায় ২ মিলিয়ন টন তুষ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে যা দ্বারা প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

৮.৯ ইট পোড়ানোর উন্নত চুল-নী

ইউএনডিপি এবং জিইএফ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে “Improving Kiln Efficiency in the Brick Making Industry” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী ও ধোঁয়ামুক্ত চুল-নীর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১৫টি ইট ভাটায় জ্বালানি দক্ষ উন্নত প্রযুক্তিতে ইট তৈরির জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তিতে জার্মান উদ্ভাবিত “Hybrid Hoffman Kiln” যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা অত্যন্ত দক্ষ, পরিবেশ বান্ধব, জ্বালানি ও অর্থ সাশ্রয়ী।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ইট ভাটা শত বৎসরের পুরাতন, জ্বালানিঘন, ধোঁয়া সৃষ্টিকারী এবং অদক্ষ। এ শিল্প হতে বৎসরে প্রায় ৬ মিলিয়ন টন কার্বনডাই অক্সাইড নির্গত হয়। একটি Hoffman Kiln যন্ত্র বৎসরে ১৫০ কোটি ইট তৈরি করে প্রায় ৫ হাজার টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে সক্ষম বিধায় পুরাতন প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে সকল ইট ভাটায় উন্নত প্রযুক্তির Hoffman Kiln যন্ত্র সমৃদ্ধ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এতে একদিকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে, অন্যদিকে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এ খাত লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৮.১০ জ্বালানি সাশ্রয়ে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

Energy Efficiency and Energy Saving কার্যক্রম কোন একক নীতি বা কৌশল দ্বারা বাস্‌ড্রায়ন করা সম্ভব নয়। নীতি নির্ধারক, রেগুলেটর, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবীকে এক যোগে কাজ করতে হবে। স্টেকহোল্ডারগণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার কার্যক্রম বাস্‌ড্রায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে পারেন।

নবম অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



নবম অধ্যায়

৯.০ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

৯.১ ভূমিকা

নব্বই এর দশকের গোড়ার দিকে বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার শুরু হয়। বিদ্যুৎ খাত ক্রমাগত সংস্কার ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে সুবিন্যস্ত হতে থাকে। নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীর সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য এক দশক আগে সংস্থাসমূহের যে পারফরমেন্স ছিল ইতোমধ্যে তার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সংস্কারের ফল হিসাবে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদনখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বারা প্রথম উন্মোচিত হয়। সরকারি ও বেসরকারিখাতে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯,৭১৩ মেগাওয়াট, তন্মধ্যে ৪৭% বেসরকারিখাত থেকে আসে। আগামী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে সরকারি বেসরকারিখাতের অংশীদারিত্ব প্রায় সমান সমান হবে। সুতরাং বেসরকারি ও সরকারিখাতের সংস্থাগুলোর পারফরমেন্স ক্রমশ: প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। একইভাবে সঞ্চালনখাতেও আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ সংশোধন করে পাওয়ার ট্রেডিং, ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টারকে পৃথক কোম্পানীতে রূপান্তর এবং সঞ্চালনখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে গ্রাহক সেবার মান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.২ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আর বি এম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাস্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট) (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (৪) ইনপুট (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট (৭) লক্ষ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কিভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কি হবে সে সব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সু-নির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা স্থির হওয়ার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দিবেন। যা চাইলেও পরিবর্তন করা যাবেনা। সংস্থাসমূহ প্রত্যেক মাসের কেপিআই অগ্রগতির তথ্য কম্পিউটারে হালনাগাদ করবেন। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সমন্বিত হালনাগাদ অগ্রগতি ড্যাস বোর্ডে দেখতে পারবেন। এতে একজন এমপ-য়ীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সচেতনতাবোধ কাজ করবে।

৯.৩ কেপিআই প্রবর্তন

সংস্থার প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী KPI স্থির করা হয়েছে। যেমন-বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর জন্য প-গ্যান্ট ফ্যাক্টর, অ্যাভাইলেবিলিটি ফ্যাক্টর, অক্সিলিয়ারী পাওয়ার কনজাম্পশন ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। সঞ্চালন সংস্থার জন্য সঞ্চালন লস, সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড সাব-স্টেশন অ্যাভাইলেবিলিটি ফ্যাক্টর ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিতরণ সংস্থার জন্য সিস্টেম লস, বকেয়া, বিদ্যুৎ বিল আদায়, উন্নত গ্রাহক সেবা ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। এছাড়া উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাতের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রকিউরমেন্ট, আর্থিক, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সকল সংস্থার মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এমওইউ স্বাক্ষরের পর লক্ষ্য করা গেছে যে, সকল সংস্থায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মেজারমেন্ট করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

৯.৪ কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের সুশাসন ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরীখে ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় পাওয়ার সেল কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ SMART KPIs নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের KPI লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারো কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় প্রত্যেক সংস্থার বিগত পাঁচ বছরের অর্জন বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কমার্শিয়াল স্ট্যাটিস্টিকস, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা সমন্বিত করা হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি সংস্থার সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করে প্রাথমিকভাবে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগ, পাওয়ার সেল ও সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের ছকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থাসমূহের ২০১২-১৩ অর্থবছরের কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলো:

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা: এপিএসসিএল, ইজিসিবি, আরপিসিএল ও নওপাজেকো এর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা-

Sl. No.	Parameters	Units	Target 2013-14			
			APSCL	EGCB	RPCL	NWPGC
1	Plant Factor	%	72	50	79	75
2	Availability Factor	%	82	90	95	92
3	Auxiliary Consumption	%	5.53	3.50	2.85	2.40
4	Power factor at HT side of step-up Transformer	%	92	92	92	95
5	Annual Average Training hour per Employee	Hours	60	60	60	60
6	Average No. of Responsive bids	Simple Average	3.30	2	2.40	3
7	Percentage of Tenders Re- tendered	%	5	10	7.80	10
8	Average time to procure - foreign spare parts	Months	3.70	3.70	2.25	N/A
9	Current Ratio	Ratio	2:1	2:1	2:1	2:1
10	Quick Ratio	Ratio	1:1	1:1	1:1	1:1
11	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	3:1	2.50:1	3:1	2:1
12	Implementation of ADP (Physical)	%	100	100	100	100
13	Implementation of ADP (Financial)	%	100	100	100	100
14	Heat Rate (Net)	KJ/KWh	11850	13500	8400	11500

সঞ্চালন সংস্থা: পিজিসিবি এর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা-

Sl. No.	Parameters	Unit	Target 2012-13
1	Transmission Loss	%	2.94
2	Transmission Line Availability	%	99.60
3	Substation Availability	%	99.60
4	System Power Factor	%	94
5	System frequency sustained over 50.0 to 50.5 Hz in a year	%	50
6	Annual Average Training Hour per Employee	Hours	60
7	Average No. of Responsive bids	Simple Average	3
8	Percentage of Tenders Re- tendered	%	10
9	Average time to procure - foreign spare parts	Months	5
10	Current Ratio	Ratio	2:1
11	Quick Ratio	Ratio	1:1
12	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	1.62:1
13	Implementation of Annual development Program (Physical)	%	100
14	Implementation of Annual development Program (Financial)	%	100

বিতরণকারী সংস্থা: বিপিডিবি, আরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওজোপাডিকোর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা-

SI No.	Parameters	Units	Target 2012-13				
			BPDB	REB	DPDC	DESCO	WZPDC
1	System Loss	%	11.75	13.00	9.00	8.43	11.00
2	Accounts Receivable	Eqv. Months	2.50	1.45	2.30	1.99	2.50
3	Collection Bill Ratio	%	98	98	98	99.50	99
4	Collection Import Ratio	%	86.48	85.26	89.18	91.11	88.11
5	Current Ratio	Ratio	1.06:1	1.25:1	1.77:1	2:1	1.20:1
6	Quick Ratio	Ratio	1:1	1:1	1.56:1	1:1	1:1
7	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	1:1	1:1	1:1	2.30:1	1:1
8	Annual Average Power Factor(minimum)	%	90	90	90	95	90
9	System Average Interruption Duration Index(SAIDI)	Minutes/Year/Consumer	1300	2900	1200	820	900
10	System Average Interruption Frequency Index(SAIFI)	Interruptions/Year/Consumer	140	280	70	33	50
11	Annual Average Training hour per Employee	Hours	60	60	60	60	60
12	Implementation of ADP (Physical)	%	100	100	100	100	100
13	Implementation of ADP (Financial)	%	100	100	100	100	100
14	Installation of Pre Payment Meter	No/Year	5000	5000	5000	4000	5000

৯.৫ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি সংস্থা কেপিআই অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওয়ার সেলে প্রেরণ করে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইন্ডিকেটরের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়। এ দলের প্রত্যেক সদস্যের কাজের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। প্রত্যেক সদস্যের কেপিআই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। এজন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কেপিআই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেপিআই অর্জন করতে পারলে একটি সংস্থা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং প্রনোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৯.৬ আইন/ বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুনভাবে প্রণীত আইন ও নীতিমালাগুলো হলো -

- “বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০” প্রণয়ন
- “সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা)” আইন প্রণয়ন
- “পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩” প্রণয়ন
- “সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন নির্দেশিকা, ২০১৩” প্রণয়ন

যে সকল আইন ও নীতিমালাগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তা হলো-

- “বিদ্যুৎ আইন ১৯১০” সংশোধন
- “জাতীয় জ্বালানি নীতিমালা” হালনাগাদকরণ
- “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা” সংশোধন
- “জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ বিধিমালা” প্রণয়ন
- “ইউনিফাইড সার্ভিস রুল” প্রণয়ন
- “বিউবো”র সার্ভিস রুল” সংশোধন
- “এনার্জি রিসার্চ কাউন্সিল” গঠন

দশম অধ্যায়

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



দশম অধ্যায়

১০.০ বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১০.১ ভূমিকা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১০.২ সেবার মান বৃদ্ধি

ক) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটি অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পর পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একদিকে যেমন সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকের একাউন্ট কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে অপরদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। সকল ইউটিলিটিই এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকগণ এখন অন-লাইনের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। তবে এ ব্যবস্থাটি পবিবো, ডিপিডিসি ও ডেসকো চালু করেছে। বিউবো ও ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

গ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ: সম্প্রতি বিভিন্ন ইউটিলিটি অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। ডেসকো ইতোমধ্যে তার সমগ্র এলাকায় ব্যবস্থাটি চালু করেছে। অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোও সীমিত পরিসরে এটি চালু করেছে। লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারবেন এবং অন-লাইনের মাধ্যমেই ডিমান্ড নোট পাবেন।

ঘ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ অভিযোগ থাকে, যা তারা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি কামনা করেন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি অফিসগুলোতে যথাযথভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, গ্রাহকগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। সকল ইউটিলিটিগুলোর জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরীর কাজ চলছে।

ঙ) অন-লাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগ অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্ত হবেন। এ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাটি চালু করা হবে।

১০.৩ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

ক) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নথি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া অতি দ্রুততার সাথে পুরনো

নথি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোতেও এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

খ) **অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। ওয়েব ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্তে অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয়না বলে, অফিসের সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।

গ) **ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালু:** বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি প্রধানগন নিজ নিজ অফিসে বসেই সভা করতে পারেন।

ঘ) **পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ:** বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহের দৈনন্দিন কার্যাবলী দ্রুততার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কয়েকটি সংস্থায় পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

১০.৪ সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

ক) **স্টোর ব্যবস্থাপনা:** এ সকল সংস্থায় কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু প-গ্যানেট/ স্টোরে ইতোমধ্যে তা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনা/ স্টোরেও অচীরেই তা চালু করা হবে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কন্ট্রোল করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অল্‌ডর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) **অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ:** ইউটিলিটিসমূহের সকল প্রবেশ পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজেই বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার বসানো হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল এইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।

গ) **প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ:** বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে বামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৪৬ হাজার এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই কোম্পানী লিঃ প্রায় ১৪ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিতরণ ইউটিলিটিসমূহে আরো ৩৫ হাজার মিটার চালু করা হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বিষয়ে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগালিড় কমে আসবে।

ঘ) **ই-টেভারিং ব্যবস্থাপনা:** টেভারিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের পল-বি বিদ্যুতায়ন বোর্ড অন্যতম। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি সীমিত আকারে এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

একাদশ অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন



একাদশ অধ্যায়

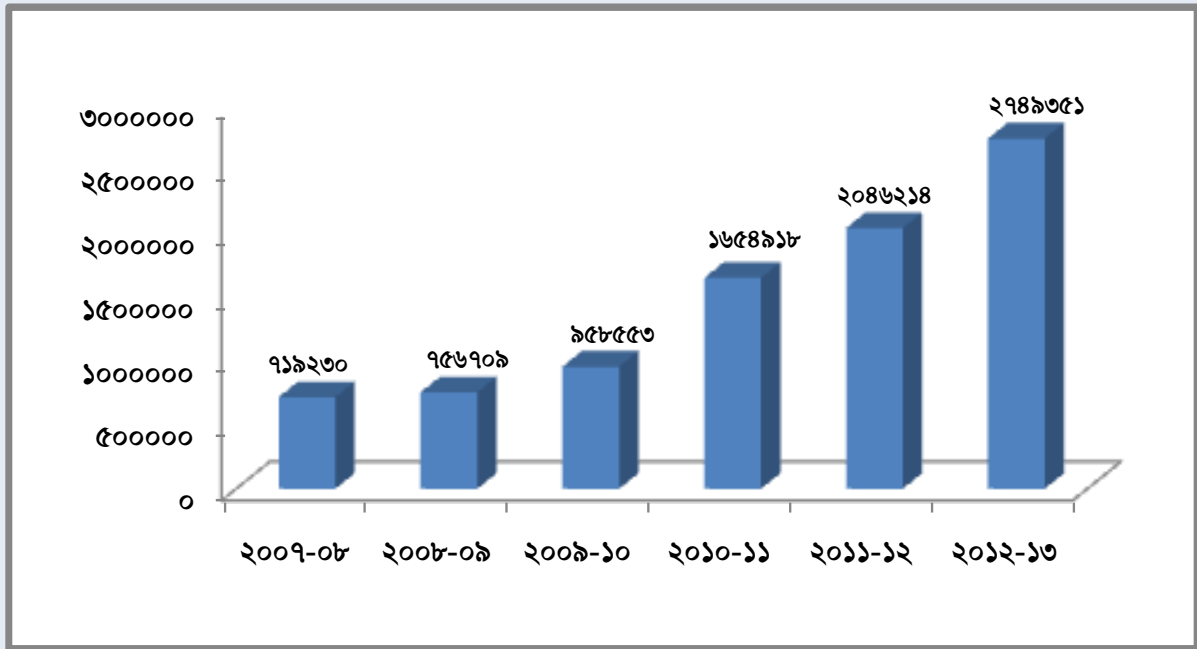
১১.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

১১.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল শ্রুতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থা ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় “পাওয়ার সেক্টর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিএসসিডিপি)” এর অধীনে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তুলনামূলকভাবে প্রয়োজনীয় জলবল বৃদ্ধি পায় নাই। এতদুদ্দেশ্যে পিএসসিডিপি এর অধীনে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের পূর্বে এ খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং জানুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ছিল না। ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থার অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টা যথাক্রমে ৭,১৯,২৩০, ৭,৫৬,৭০৯, ৯,৫৮,৫৫৩, ১৬,৫৪,৯১৮, ২০,৪৫,২১৪ এবং ২৭,৪৯,৩৫১। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টা ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের তুলনায় ২৮২% বেশি। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে এবং এটিকে অর্জনের উদ্দেশ্যে সংস্থাসমূহে বার্ষিক কেপিআই হিসেবে অঙ্গুষ্ঠ করা হয়েছে, যা প্রতি মাসেই পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ :										
ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা/ কোম্পানী সমূহের নাম	আর্থিক বছর (২০১২-২০১৩)			আর্থিক বছর (২০১১-২০১২)			আর্থিক বছর (২০১০-২০১১)		
		প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা
১	পিএসসিডিপি	৬০	১০৯৮	৩৫৪৫২	৫০	১৪৩৯	৫১৯৭৩	৪০	৪৫২	১৬৬৭৫
২	বিপিডিবি		১৪০২১	৮৯৭৪৬৪		৭৮৪১	৩৩৭৯৫০		৫৮৯০	৫৭৭২৯৭
৩	আরইবি		১৬৭৫০	১১৫৭৯৩৭		৫৭০৯৬	৮৮১০৮২		৪০৪২১	৭৭৭৪০৮
৪	ডিপিডিসি		৩৭৫৩	২৪০৪৬৭		৩৮৭৫	১৬৮৭৫০		৩৯৪৫	৬৩০১৪
৫	ডেসকো		১৩৪৫	৭৬৭৫৫		১১৮১	৬২৭৭১		৯৮৭	৪১২৯৮
৬	ওজোপাডিকো		২২৫০	১৫৫৪২০		২১৮৮	১০৯৪০০		২২০১	৯৩১৬২
৭	এপিএসসিএল		২১৭	৪০২১৯		২৪৭	২৬৩৬০		২১৬	৮৬৫৭
৮	পিজিসিবি		২১৪৮	১১৭২৯৮		১৪৩৩	৯১৬৮৮		১০৬৫	৬৮১৬৮
৯	ইজিসিবি		১১৭	১৩৩২৭		৮৩	৪৩১৪		৭৬	২১৯২
১০	আরপিএল		২১৯	১৩৭৮২		১৭০	৯০২৩		১৬৮	৫৮৫৬
১১	নওপাজেকো		৫১	১২৩০		৩০	১৯০৩		২৩	১১৯১
	মোট	৪১৯৬৯	২৭৪৯৩৫১	৭৫৫৮৩	২০৪৫২১৪	৫৫৪৪৪	১৬৫৪৯১৮			

গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘণ্টার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে কলাম চার্টে দেখানো হল:



১১.২ অবকাঠামো উন্নয়ন

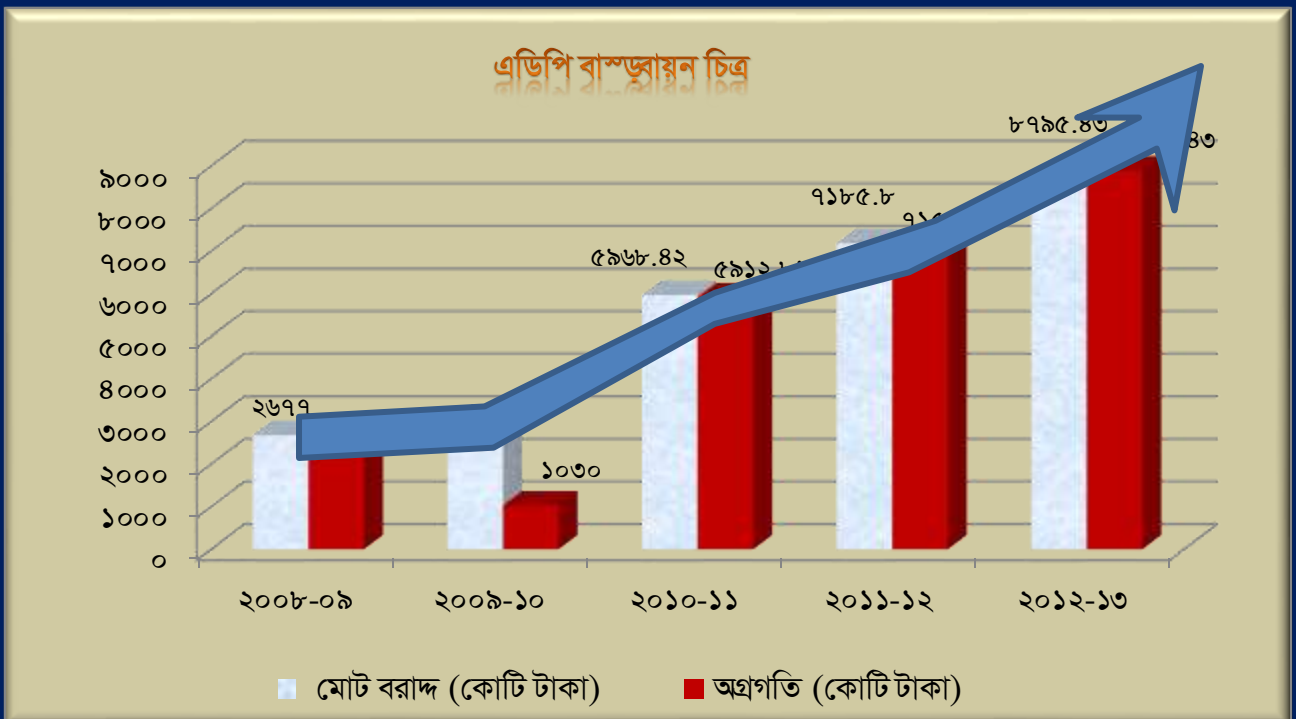
বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমীর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে এবং কেরাণীগঞ্জ নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



রিনিউয়েবল এনার্জি (সোলার) এবং ইহার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

দ্বাদশ অধ্যায়

এডিপি বাস্‌ড্রায়ন



দ্বাদশ অধ্যায়

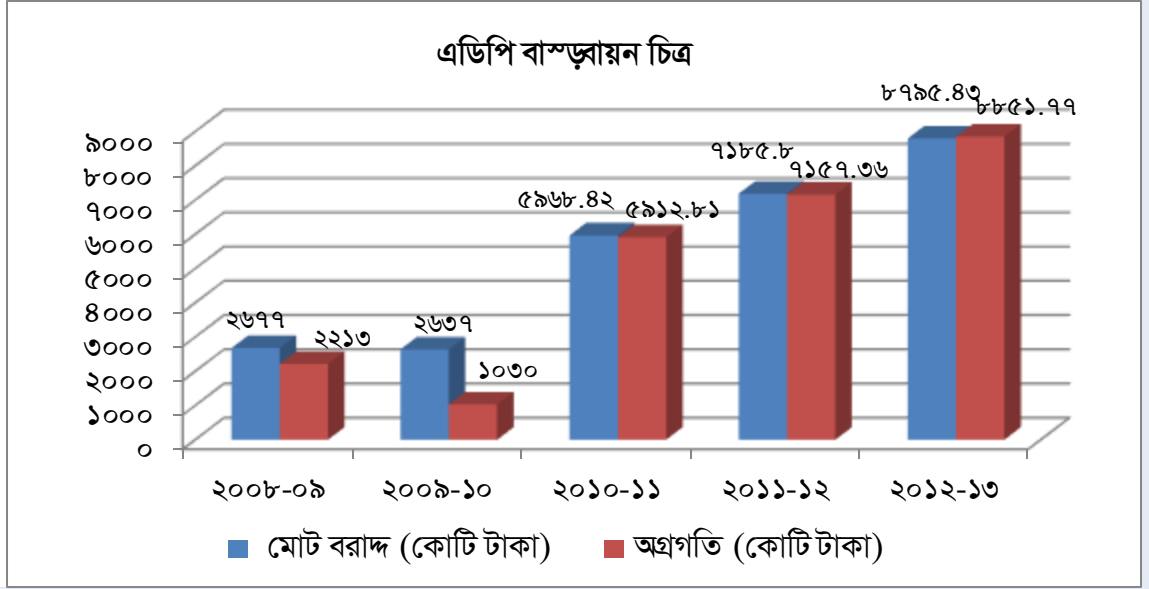
১২.০ এডিপি বাস্‌ড্রায়ন

১২.১ রাজস্ব বাজেট

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭১৮৫.৮০ কোটি টাকা; যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭১৫৭.৩৭ কোটি টাকা।

১২.২ উন্নয়ন বাজেট

২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/ কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৭৯৫.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮৫১.৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০৫%।



১২.৩ মধ্যমেয়াদী বাজেট

২০০৯ সালে প্রথম বারের মতো বিদ্যুৎ বিভাগকে মধ্যমেয়াদী বাজেট অবকাঠামোতে অঙ্গভুক্ত করে ৩ বছর মেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। অর্থ বিভাগ ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য সম্ভাব্য আয় সীমা যথাক্রমে ২৩৪.২৯ কোটি টাকা, ২৫৭.৭২ কোটি টাকা ও ৩০৯.২৬ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য ব্যয় সীমা যথাক্রমে ৩,৮০১ কোটি টাকা, ৪,৫১০ কোটি টাকা ও ৫,৩৮৬ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। এরপর ৫ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য সম্ভাব্য আয় সীমা যথাক্রমে ৭,৮৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ, ৮,৯৬৬ কোটি ০৯ লক্ষ, ৯,৮৬২ কোটি ৭০ লক্ষ, ১০,৮৪৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ও ১১,৯৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কৌশলগত মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক্র.নং	কৌশলগত মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
০১	মানসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	<ul style="list-style-type: none"> বেসরকারিখাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকায়ন; নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, ক্ষমতাবর্ধন ও ক্যাপাসিটির ব্যাংক স্থাপন; নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং সঞ্চালন লাইন পরিচালন ও সংরক্ষণ; নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং পুরাতন বিতরণ লাইন নবায়ন ও সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

ক্র.নং	কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
০২	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	<ul style="list-style-type: none"> নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদান; নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ; সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সিএফএলসহ দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
০৩	বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	<ul style="list-style-type: none"> বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনাকরণ ও বাস্তবায়ন; ই-সার্ভিস ও আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন; প্রি-পেমেন্ট ও স্মার্ট মিটারিং কার্যক্রম বালি বাস্তবায়ন; ইন্টার ফেইজ মিটারিং এবং রিমোট মিটারিং কার্যক্রম বালি বাস্তবায়ন; ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ; সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ; উচ্চ ও মধ্যম চাপ বিশিষ্ট শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অনুমোদন; বৈদ্যুতিক ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও কারিগরী পারমিট জারী; লোড ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কার্যবালি বাস্তবায়ন ও লোড ডেসপাচ সেন্টারের লোড ব্যবস্থাকরণ; ওয়েব সাইটে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও লোড শেডিং সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশকরণ।

১২.৪ বিদ্যুৎ বিভাগের প্রদান কর্মবৃদ্ধি/ নির্দেয়কসমূহ (Key performance indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	২০১১-১২		২০১২-১৩		মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা			
			সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. মাথা পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার	১,২	কি.ও. ঘন্টা	২২৫	২২৫	২৫০	২৫০	২৭৫	৩০০	৩৫০	৪০০
২. বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী	১,২	%	৫২	৫২	৬০	৬০	৬৫	৭০	৭২	৭৫
৩. বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস(সঞ্চালন ও বিতরণ)	৩	%	১৪.০০	১৪.৬০	১৩.৭৫	১৩.৫	১৩.২৫	১৩	১২.৮০	১২.৭৫
৪.নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি ব্যবহার করেবিদ্যুৎ উৎপাদন	২	মে.ও.	১০০	৭৫	২০০	২০০	৪৫০	৬০০	৮০০	১০০০

১২.৫ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

সংস্থা/ কোম্পানীর নাম	জুলাই ২০১২ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নতুন অডিট আপত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা	মোট আপত্তি	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	মন্ডব্য
১। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৫২৩৬	১৫৬	৫৩৯২	২৭১	৫১২১	
২। পল-১ বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)	৭০৮	১৯	৭২৭	২৩	৭০৪	
৩। ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)	১১৬৩	১২৭	১২৯০	৫৭	১২৩৩	
৪। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	২৫২	৩৬	২৮৮	৪৫	২৪৩	
৫। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)	১৩১	৬০	১৯১	৪৯	১৪২	
৬। পাওয়ার সেল	৩১	৩	৩৪	১৮	১৬	
৭। রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল)	-	-	-	-	-	
৮। ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজেপাডিকো)	৯৯৭	২৩	১০২০	৩৭	৯৮৩	
৯। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল)	৫৩	২৭	৮০	৬	৭৪	
১০। ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (ইজিসিবি)	৯	৮	১৭	১৩	৪	
১১। নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো)	৮	২	১০	৬	৪	
মোট	৮৫৮৮	৪৬১	৯০৪৯	৫২৫	৮৫২৪	

২০০৯ সালের শুরুতে মোট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১৫,৪১২টি। বিগত পাঁচ বছরে নতুন অডিট আপত্তি প্রাপ্তিসহ মোট আপত্তি সংখ্যা হয় ১৭,৮০৭টি। ব্রড শীট জবাব দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯২৮৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিম্নে বিদ্যুৎ বিভাগের জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

মোট আপত্তির সংখ্যা (০১-০১-২০০৯)	নতুন আপত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা (০১-০১-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩ পর্যন্ত)	মোট আপত্তি (০১-০১-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩ পর্যন্ত)	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা (০১-০১-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩ পর্যন্ত)	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা (৩০-০৬-২০১৩)
১৫৪১২	২৩৯৫	১৭৮০৭	৯২৮৩	৮৫২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশেষ কার্যক্রম



ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৩.০ বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)

১৩.১ সেক্টরস লিডারস ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে এ খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আশঙ্কবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ এ ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ এ কুমিল-১র বার্ডে দ্বিতীয় এবং ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ চতুর্থ সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে। এ বছরের সেক্টরস লিডারস ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আশঙ্কসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

১৩.২ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ খাতের অবস্থা ছিল নাজুক। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০১১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ৭,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালে ২০,০০০ মেগাওয়াট নির্ধারণ করা হয়। ঘোষিত ইশতেহারের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতকে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট যা বিগত ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৭১৩ মেগাওয়াট হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে এই প্রথম ভেড়ামারা HVDC গ্রীড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বহরমপুর থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ইতোমধ্যে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১০,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন। এই অর্জনকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর ২০১৩ আলোক উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে।

“বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করি, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারো বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ১২-১৬ নভেম্বর ২০১৩ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহটির উদ্বোধন করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ-এ রূপকল্পকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৯টি ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে:

পুরস্কারের ক্ষেত্র

- (ক) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী পুরস্কার;
- (খ) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার;
- (গ) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার;
- (ঘ) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার;
- (ঙ) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার;
- (চ) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক) পুরস্কার;
- (ছ) স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সেরা রচনা প্রতিযোগিতা পুরস্কার;
- (জ) সেরা গবেষণা কার্যক্রম পুরস্কার;
- (ঝ) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান;

আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকগণকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেরা বিদ্যুৎ সশ্রয়ী গ্রাহককে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সশ্রয় ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্রাহকের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণ ও বিদ্যুৎ বিভাগকে সচেতন ও সহায়তা করে থাকে। তাই বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।



জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ-২০১৩ উদযাপন অনুষ্ঠান

সরকার দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই বিদ্যুতের পুঞ্জীভূত ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো পুরাতন হওয়ায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে। শতভাগ আমদানি নির্ভর ব্যবস্থার তরল জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য প্রকৃতিতে প্রাণু তৈল, কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কাজেই জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুৎ সশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি আহরণে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সামর্থ্য থাকলেই ইচ্ছেমত বিদ্যুৎ ব্যবহার করব এ মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণপূর্বক সচেতন করে তোলাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের মূল লক্ষ্য।

১৩.৩ ফিল্ড ভিজিট

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল entity প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিতরণ ইউনিট পরিদর্শনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প-্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, System Loss হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সশ্রয়ও দক্ষ ব্যবহারে entity সমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট entity প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মাঠ পরিদর্শনে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর কাজের তৎপরতা, দক্ষতা এবং মানোন্নয়নে, উৎকর্ষ সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ/ সমযোচিত পদক্ষেপ/ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং অফিসের কার্যক্রম গুণগত মানোন্নয়নে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। গত বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা ১৫০টি এবং দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তারা ৫১৭টি ফিল্ড পরিদর্শন করেছেন।

১৩.৪ সাজেশন

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/ সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাসিক অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ দিনের, ১৫ দিনের বেসী এবং ১ মাসের উর্ধ্ব পেন্ডিং চিঠির তালিকা সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকার ফলে প্রতি শাখার কর্মকর্তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন এবং পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তি করে থাকেন। এতে প্রকৃতপক্ষে শাখার কাজের গতি এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩.৫ গণশুনানী (Public hearing)

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর বিতরণ ইউনিটসমূহে গ্রাহকদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে প্রতিমাসে সুবিধাজনক সময়ে Public hearing অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রাহকদের সাথে entity কর্মকর্তাদের আন্তর্যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। Public hearing একটি innovative পদক্ষেপ যা গ্রাহকদের মানসম্মত উন্নত ধরনের সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় entity প্রধান এবং যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে যান তারাও এই গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহক প্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানা সম্ভব হয়। বিগত অর্ধবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর ১৭৫৯ টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছে কাজিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। গ্রাহকদের অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে সংশ্লিষ্ট entity এবং গ্রাহকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ফলে মানসম্মত এবং কাজিত মানের সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

১৩.৬ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাপ্তরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি পঞ্জিকা বছরের শুরুতে জানুয়ারি-ডিসেম্বর মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেন্ডিং কাজের তালিকা শূণ্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

১৪.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১১,০০০ মেগাওয়াট দ্বি-উৎপাদনসহ ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমন্বয়যোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখাতে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরী কর্মকর্তার নিয়োগ, এর পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা আবশ্যিক।



কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন